ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-92 ■ 7 January, 2025 ■ আগরতলা ৭ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২২ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে পাঁচটি শিশুর দেহে এইচএমপিভি সংক্রমণের হদিশ

নতুন কোন ভাইরাস নয়, উদ্বেগের কিছু নেই, অভয়বাণী জেপি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ।। কর্ণাটকে বেঙ্গলুরুতে দুইটি শিশুর দেহে মিলল এইচএমপি ভাইরাসের হদিশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) কর্ণাটকে হিউম্যান মেটাপনিউমোভাইরাস-এর দু''টি কেস শনাক্ত করেছে। এছাড়া গুজরাটেও একটি শিশুরে দেহে ওই ভাইরাসের হদিশ পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় গত নভেম্বরে মুম্বাই নিবাসী এক শিশুর দেহেও ওই ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছিল। এদিকে, তামিলনাড়ুতেও দুই শিশুর দেহে ওই ভাইরাসের সংক্রমণের চিহ্ন মিলেছে। তবে, ওই খবরের আধিকারিক নিশ্চিয়তা হয়নি এখনও।

হিউম্যান মেটাপনিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)-এ আক্রান্ত হয়েছে বেঙ্গালুরুর এক শিশু। আট মাসের ওই শিশুর শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণের লক্ষণ মিলেছে। এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল ওই শিশুর। সেখানেই নমুনা পরীক্ষায় সংক্রমণের হদিস পাওয়া যায়। এছাড়াও কর্ণাটকেই আরও একজনের শরীরে এইচএমপি ভাইরাসের হদিশ মিলেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রকাশিত সংবাদে কর্ণাটকে কয়েকটি হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি) সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) কর্ণাটকে এরকম দুটি ঘটনা চিহ্নিত করেছে। শ্বাসযন্ত্রে একাধিক ভাইরাল

প্যাথোজেনের উপস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমেই দুটি ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশজুড়ে শ্বাসযন্ত্রের অসুখের তদারকি করতে আইসিএমআর সক্রিয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, ভারত সহ সারা বিশ্বেই এইচএমপিভি সংক্রমণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এইচএমপিভি-সংশ্লিষ্ট শ্বাসযন্ত্রের অসুখের খবর পাওয়া গেছে বিভিন্ন দেশ থেকে। এছাড়াও, আইসিএমআর-এর সাম্প্রতিক তথ্য এবং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভেইল্যান্স প্রোগ্রাম (আইডিএসপি) নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে দেখা গেছে দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা-লাইক ইলনেস (আইএলআই) অথবা সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস (এসএআরআই) জাতীয় অসুখের বাড়াবাড়ি নজরে আসেনি।

এইচএমপিভি-র দুটি সংক্রমণের ঘটনার খোঁজ পাওয়া গেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর ব্যাপ্টিস্ট হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর একটি তিনমাস বয়সী শিশুকন্যার পরীক্ষায় শরীরে এইচএমপিভি পাওয়া গেছে। এর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার পূর্ব ইতিহাস আছে। তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বেঙ্গালুরুর ব্যাপ্টিস্ট হাসপাতালেই ভর্তি হওয়ার পর ২০২৫-এর ৩ জানুয়ারি একটি ৮ মাসের পুরুষ শিশুর এইচএমপিভি পজিটিভ বলে জানা যায়। তারও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার পূর্ব ইতিহাস আছে। শিশুটি এখন সেরে উঠছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই দুই রোগীই কখনও বিদেশ ভ্রমণ করেনি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সবরকম ব্যবস্থার মাধ্যমেই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

● প্রথম পাতার পর

অসমে উমরাংসোতে ৩০০ ফুট কয়লা খাদানে আটক ১৫ শ্রমিক

চলছে উদ্ধারকার্য

উমরাংসো (অসম), ৬ জানুয়ারি (হি.স.) ।। অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উদ্যোগনগরী উমরাংসোতে প্রায় ৩০০ ফুট গভীর কয়লা খাদানে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন কর্তব্যরত ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক। খাদানে আচমকা দ্রুতগতিতে জল ঢুকে পড়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে। আবদ্ধ শ্রমিকদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে 'স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স' (এসডিআরএফ) এবং 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স' (এনডিআরএফ) এসডিআরএফ অভিযানে নেমেছে।

ঘটনা আজ সোমবার সকাল প্রায় ৯.০০টা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী উমরাংসো থানা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ৩ কিলো এলাকায় ৩০০ ফুট গভীর একটি কয়লা খাদানে সংঘটিত হয়েছে। আচমকা বাইরে থেকে হু হু করে দ্রুতগতিতে খাদানে জল ঢুকে পড়লে কর্মরত ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক আটকে পড়েছেন। তাঁরা কোনও অবস্থায় বের হতে পারছেন না। যতটুকু জানা গেছে, কমপক্ষে ১০০ ফুট জলে ভরে গেছে খাদান। এই খবর লেখা পর্যন্ত কয়লা খাদানের ভিতরে আবদ্ধ শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে খবর পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় খাদানের ভিতরে আবদ্ধ শ্রমিকদের কী অবস্থা, সে প্রশ্নে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তবে কয়েকটি মোটরের সাহায্যে খাদান থেকে জল বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ফের মাওবাদীদের নাশকতা

বিজাপুরে আইইডি বিস্ফোরণে ৮ জওয়ান-সহ নিহত ৯

রায়পুর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় ভয়াবহ হামলা চালাল মাওবাদীরা। সোমবার নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িতে আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৮ জওয়ান-সহ মোট ৯ জনের। প্রাণ হারিয়েছেন গাড়ির চালকও।

আইজি বস্তার জানিয়েছেন, দান্তেওয়াড়া, নারায়ণপুর ও বিজাপুরে যৌথ অভিযান চালানোর পর ফিরছিলেন দান্তেওয়াড়া ডিআরজি জওয়ানরা। সেই সময় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি ফেটে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িটি উড়ে যায়। মৃত্যু হয়েছে গাড়ির চালক এবং দান্তেওয়াড়া ডিআরজি-র ৮ জন জওয়ানের।

আইজি বস্তার পি সুন্দররাজ বলেছেন, "গত ৩ দিন ধরে নারায়ণপুর জেলা, দান্তেওয়াড়া ও বিজাপুর অঞ্চলে নকশালবিরোধী অভিযান চলছিল। এই অপারেশন চলাকালীন, আমরা ৫টি নকশালদের মৃতদেহ উদ্ধার করেছি এবং একজন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছিলেন। যখন নিরাপত্তা বাহিনীর দল ফিরছিল, বিজাপুরের আম্বেলি এলাকায়, নকশালদের দ্বারা একটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। ৮ দান্তেওয়াড়া ডিআরজি জওয়ান এবং একজন চালক এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন।"

নির্যাতিতা বধূর উপর শ্বশুরের কু-দৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। দুই সন্তানের জননীর উপর শ্বশুরের অত্যাচারকে ঘিরে কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটেছে কমলপুরে। বধূর চিৎকার শুনে পাড়ার লোক ছুটে আসলে সেখান থেকে পালিয়ে যান ৭২ বছর বয়সী শ্বশুর।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত ২৯ ডিসেম্বর কমলপুরের মোহনপুর গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল মিয়া পুত্রবধূকে ধর্ষণ করতে গিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ক্যামেরাবন্দি হয়েছিলেন। শ্বশুরকে নিজ ঘরে হঠাৎ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে বধূ চিৎকার শুরু করে দেয়। তাঁর আওয়াজ শুনে পাড়া পড়শী ছুটে আসছে বুঝে নগ্ন অবস্থায় দৌড়ে পালিয়ে যান শ্বশুর। নির্যাতিতা পুত্রবধূ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে দুই সন্তান নিয়ে একা বসবাস করছেন তিনি। শ্বশুর বাড়ি ● প্রথম পাতার পর

বামকর্মীর বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ প্রাক্তন বিধায়কের দাবি পটকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রাতের আঁধারে সিপিআইএম নরসিংগর লোকাল কমিটির সদস্যের বাড়িতে শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন বামকর্মী তপন শীল। বোমা বিস্ফোরণে বাড়ির দেওয়ালে বড় গর্ত হয়ে যায় এবং কয়েকটি ফাটল ধরে। এদিকে ঘটনার পেয়ে বাম কর্মী তপন শীলের বাড়িতে ছুটে গিয়েছেন দলীয় নেতৃত্বরা।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ সিপিআইএম নরসিংগর লোকাল কমিটির সদস্য তপন শীলের বাড়িতে কতিপয় বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্ত শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। বোমা বিস্ফোরণে বাড়ির দেওয়ালে বড় গর্ত হয়ে যায় এবং কয়েকটি ফাটল ধরে। গোটা এলাকা কম্পিত হয়ে ওঠে। বোমা ● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের অগ্রগতিতে মৎস্য চাষের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ঃ সুধাংশু

উত্তর পূর্বাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ মাছের উৎপাদন বেড়েছে ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই) রূপায়ণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির একটি বৈঠকের আয়োজন করেছে মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের অধীনস্থ মৎস্য দপ্তর। কেন্দ্রীয় মৎস, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং-এই বৈঠকে পৌরহিত্যে করেছেন। বৈঠকে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান, প্রতিমন্ত্রী এসপি সিং বাঘেল এবং অন্যান্যরা। এদিনের এই বৈঠকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশ চৌধুরী।

পিএম মৎস্য সম্পদ যোজনা বৈঠক

এদিনের এই বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশ চৌধুরী জানান, ত্রিপুরায় মোট মৎস্য চাষী রয়েছেন প্রায় দু''লক্ষ। ত্রিপুরায় মোট ৩৮ হাজার ৫ ৯৪ হেক্টর জমিকে মৎস্য চাষের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন। রাজ্যে চাহিদা রয়েছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিক টন মাছের। বাকি ৩২ হাজার মেট্রিক টন মাছের চাহিদা পার্শবর্তী রাজ্য এবং পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে পূরণ করা হয়। মন্ত্রী আরো জানিয়েছেন, রাজ্যে প্রায় ১২ থেকে ১৫ হাজার মেট্রিক টন জায়গা রয়েছে যেগুলিকে জলাশয় হিসেবে মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জলাভূমি গুলিকে ব্যবহার করে রাজ্যের বাকি মাছের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। এর মাধ্যমে মৎস্য চাষে রাজ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে জানান রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী। এছাড়াও মৎস্য চাষে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে (এনইআর) মৎস্য খাতের একটি বড় উৎসাহ হিসাবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৫০ কোটি টাকার ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন করেছেন এদিন। এই ৫০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ থাকবে ৩৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এই উদ্যোগগুলি এই অঞ্চলের মৎস্য পরিকাঠামো, উৎপাদনশীলতা এবং

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য পরিষেবায় নার্সদের ভূমিকা অপরিসীম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সদের ভূমিকাও অপরিসীম। তাই যে কোনও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নার্সিং ব্যবস্থা উন্নতভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ অডিটোরিয়ামে বিএসসি নার্সিং পাঠরত দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রীদের আলোক প্রজ্জ্বলন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে নার্সিং কলেজের আইটি ল্যাবেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা কাজের মধ্য দিয়েই বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আজ আলোক প্রজ্জ্বলন এবং শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক নার্সিং-এর প্রতিষ্ঠাতা মহীয়সী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে নার্সিং ছাত্রীরা। পাশাপাশি শপথ গ্রহণে যে প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয়েছে তা পালন করার জন্যও নার্সিং ● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে মোট ভোটার ২৮,৯১,০৮২জন

এক বছরে বাড়লো ৩৪ হাজার ১৫৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রাজ্যে ৬০টি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজ (৬ জানুয়ারি, ২০২৫) প্রকাশিত হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে ভোটার রয়েছেন ২৮,৯১,০৮২ জন। এদের মধ্যে মহিলা ভোটার ১৪,৪০,২৯৯ জন। পুরুষ ভোটার ১৪,৫০,৭০৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৭৪ জন। সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ১১,০৩৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১০,৮৩০ জন এবং মহিলা ভোটার ২০৫ জন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ ● প্রথম পাতার পর

সরকারি কাজে ব্যবহৃত লক্ষাধিক টাকার পাথর গায়েব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। দিনের বেলায় প্রকাশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার পাথর চুরি হওয়ার ফলে গোটা কৈলাসহর শহরে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। শহরের একাংশ যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে থানায় লিখিত মামলাও করেছে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহর শহর এলাকায় ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের পাশে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্স নির্মানের জন্য ২০১৭ সালের ২৬ জানুয়ারি রাজ্য সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী শিলান্যাস করেছিলেন। এই কাজের জন্য প্রায় সতেরো ● প্রথম পাতার পর

ঘরে ঘরে পিএম সূর্য বিজলি যোজনা পৌঁছে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। ঘরে ঘরে পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা পৌঁছে দেওয়ারই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানুষের কল্যানে এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে ওই যোজনার সূচনা করেন। আজ ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের পক্ষ থেকে এই যোজনা নিয়ে এক শিবিরের একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এই বিশেষ শিবিরে উপস্থিত হয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী এক ব্যতিক্রমী দিকদর্শী ব্যক্তিত্ব। আগামী দিনে দেশে যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে এখন থেকেই তিনি পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে দেশবাসীকে সুরক্ষিত রাখতে চান। আগামী দিনে কয়লা শেষ হয়ে যাবে, গ্যাস শেষ হয়ে যাবে , ফলে প্রথাগত বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাবে। সে কথা মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবার সূর্য্য শক্তিকে ব্যবহার করে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার। শুধু তাই নয়, তিনি এক আশ্চর্য্য পরিকল্পনায় প্রতিটি পরিবারকে সরকারি ভর্তুকি সহ বিদ্যুৎ উৎপাদক হিসেবে গড়ে তুলে বিদ্যুৎ নিগমের কাছে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রির মাধ্যমে উপার্জনের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছেন। বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালের পর এই সুযোগ ● প্রথম পাতার পর

জাগরণ
আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ২০২৫ ইং
২২ পৌষ মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

প্রতিরক্ষায় আরও শক্তিশালী হইতে হইবে

আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরো জোরালো করিতে হইবে।। অন্যথায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কঠিন
হইয়া উঠিবে।। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে চীনের স্থান দ্বিতীয়। তারই মধ্যে সম্প্রতি দুটি নতুন যুদ্ধবিমান প্রকাশ্যে আনিলো এই দেশ। আর দুটোই সিক্সথ জেনারেশন ফাইটার জেট, এমনটাই দাবি করিয়াছে পিপলস লিবারেশন আর্মি। চীনের এই জোড়া যুদ্ধবিমান সামনে আসাতে হতবাক হইয়য়া গিয়াছে বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর দেশ আমেরিকাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কি বলিতেছে এই ব্যাপারে? মনে করা হইতেছে যে চীন আগামী ৫ বছরে চারশোরও বেশি সিক্সথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান তৈরি করিয়া ফেলিবে। যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় তাহা হইলে চীনের সঙ্গে আদৌ কোন দেশ পাল্লা দিতে পারিবে কিনা তাহা সন্দেহ।চীনকে ইতিমধ্যেই ৪০টি অত্যাধুনিক ফাইটার জেট কিনিতে প্রস্তাব পাঠাইয়াছে ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান। চীন পাকিস্তান চুক্তি যেকোনো সময় সম্পন্ন হইতে পারে। এটি বাস্তবে সম্পন্ন হইলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য তাহা মোটেই সুবিধাজনক হইবে না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ফাইটার জেট প্রোডাকশন চালাইয়য়া যাইতেছে শি জিনপিংয়ের দেশ। এই রেসে আমেরিকা পর্য্যন্ত চীনকে হারাইতে পারিবে না। পেন্টাগন যদিও বা চীনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে তবু ভারত কি আদৌ পারিবে? এটাই হইলো সবথেকে বড় প্রশ্ন। চীনের তুলনায় ভারতের হাতে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান অনেকটাই কম রহিয়াছে। এই মুহূর্তে চিন সিক্সথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান নামাইয়া তাক লাগাইয়য়া দিয়াছে সকলকে। কিন্তু উল্টো দিকে ভারত এখনও নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফিফথ জেনারেশন যুদ্ধবিমানও সামিল করিতে পারেনি। রাফাল কিন্তু ফোর পয়েন্ট ফাইভ জেনারেশন যুদ্ধবিমান। ভারতীয় বায়ুসেনায় ৪২ স্কোয়াডেন যুদ্ধবিমান প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে আছে ৩১ স্কোয়াডেন যুদ্ধবিমান।ভারতে আগামী দু-তিন বছরে অবসর নিতে চলিয়াছে তিন ডজন মিগ। ফলে ভারতে দেখা দেবে যুদ্ধবিমানের অভাব। তেজস যুদ্ধবিমান যদিও এই ঘাটতি কিছুটা সামাল দেবে তবুও চিন্তা থেকেই যায়। ২০২১ সালে ৮৩টি তেজস মাক ওয়ান এ বিমানের বরাত দেয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আগে ৯৭টি যুদ্ধবিমানের বরাত দেওয়া হইয়াছিল। ২০২৩ সালে সেই যুদ্ধবিমানগুলি প্রতিযুক্ত হওয়ার কথা থাকিলেও তাহা এখনো পর্য্যন্ত হাতে পায়নি। এই যুদ্ধবিমান গুলিতে ইঞ্জিন ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল মার্কিন সংস্থা জিই-এর। তাহাদের ঢিলেমির কারণেই এই দেরি। তাই কবে তেজসের ডেলিভারি
হইবে, এই বিষয়ে কারো কোনরকম নাই। সুখোই যুদ্ধবিমানের আধুনিকীকরণে দীপাবলির আগেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। সবেমাত্র শুরু হইয়াছে সেই কাজ। ব্রহ্মস বহন করিতে সক্ষম আপগ্রেডেড সুখোই ২০২৭ বা ২০২৮ সাল নাগাদ হয়তো হাতে আসতে পারে। বিদেশি কোম্পানি এখানেই বিমান তৈরি করিবে এবং তাহাতে ভারতীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক — কেন্দ্রীয় সরকারের এটাই নীতি।
এই প্রতিরক্ষা নীতি এতদিন কোন সমস্যা সৃষ্টি না করিলেও বর্তমানে চীন এবং পাকিস্তানের ভাবমূর্তি সমস্যায় ফেলিয়াছে ভারতকে। মেড-ইন-ইন্ডিয়া নীতি চলিলেও তাহার পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধবিমান অবশ্যই কিনিতে হইবে। বায়ুসেনা কর্তারাই কেন্দ্রকে সেই সুপারিশ করিয়াছেন। যুদ্ধবিমান না বাড়াইলে ভারতীয় সেনা শক্তি কখনোই বৃদ্ধি পাইবে না। অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা কর্তারা বলিয়াছেন যে, ভারতের সামনে সেরা বিকল্প হইলো , আমেরিকার তৈরি এফ-১৬। - রাশিয়ার তৈরি সুখোই-৫৭। ভারত যদি এই মুহূর্তে আমেরিকার থেকে যুদ্ধবিমান কেনে তাহা হইলেও প্রযুক্তি পাওয়াটা খুব কঠিন। রাশিয়া সেই জায়গায় প্রযুক্তি হস্তান্তর করিয়াই সুখোই-৫৭'র চুক্তি করিতে তৈরি।রাজনাথ সিংয়ের মন্ত্রক জানাইতেছে , এই মুহূর্তে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো বেশি মজবুত করিতে নতুন যুদ্ধবিমানের প্রয়োজন ও তাঁহার বাছাই নিয়া একটি কমিটি গঠিত হইতেছে। যার রিপোর্ট হয়তো বেরিয়ে যাইবে ৬ মাসের মধ্যেই। কমিটির সুপারিশ দেখিবার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে নতুন যুদ্ধবিমান কেনার ক্ষেত্রে। কিন্তু এই বিভিন্ন কমিটির চক্করে ভারতের নিজস্ব ফিফথ জেনারেশন যুদ্ধবিমান তৈরির প্রকল্প ক্রমশই পিছাইয়া যাইতেছে।

গঙ্গাসাগর মেলা নিরাপত্তার মোড়কে, জোর ইসরোর প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়

গঙ্গাসাগর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরের আশপাশে প্রযুক্তি নির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে। ইসরোর সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। মোট ১২০০ ক্যামেরা রয়েছে। ৫৫টি সিসিটিভিতে নজরদারি চলছে। ২৫ টি ড্রোন কাজ করছে। ২৪ ঘণ্টার জন্য আগামী ৭ দিন ধরেই একটানা চলবে এই নজরদারি। যাত্রী পারাপারের সময় ভেসেল যদি দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে এর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়েছে জেলা প্রশাসন ও মেলা কতৃপক্ষ। টিভি পর্দার মতোই জায়েন্ট মনিটর বসেছে সেখানেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় - রাতভর গাড়ি চলাচল সড়কপথে বাস, গাড়ি ও অন্যান্য পরিবহন জলপথে - প্রতি মুহূর্তেই নজর রাখতে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম তথা জি পি এ কার্যকর রয়েছে। ড্রোন এই বছরের জন্য তিন রকমের। (ক) - থার্মাল ইমেজ, (খ) - নাইট ভিশন ও (গ) - খাবার দ্রব্য আকাশপথে ফেলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এই কাজে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গড়ফায় অগ্নিকাণ্ডে প্রৌঢ়ার মৃত্যু

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যরাতে দক্ষিণ কলকাতায় গড়ফা এলাকায় এক ভয়াবহ আগুনের জেরে প্রাণ গেল এক প্রৌঢ়ার। কীভাবে আগুন লাগল, তাই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত ওই মহিলার নাম বেবি মণ্ডল।
জানা গিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ গড়ফা এলাকার কালীতলা রোডের ওই বাড়িতে আগুন আগে। ঘটনা জানাজানি হতেই ছড়ায় আতঙ্ক। দ্রুত খবর দেওয়া হলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। বেবি মণ্ডল নামে মহিলা ওই বাড়িতে একাই ছিলেন।
আগুন লাগার পরেও বাড়ির ভিতর থেকে তাঁর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ আরও বাড়তে থাকে। গড়ফা থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। একতলার ঘরের ভিতর থেকে বছর ৬৫-র ওই মহিলাকে উদ্ধার করে দ্রুত বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আগুনের ধোঁয়ায় দম আটকে মারা গিয়েছেন ওই মহিলা।

স্মৃতিতে অপহৃত চার প্রচারক ঃ জন আকাঙ্খা

পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য

ত্রিপুরার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ইতিহাসে অশ্রুজলে লিখা হল, একটি দিনাঙ্ক ৬ আগষ্ট ১৯৯৯ খ্রী।
সেদিন ত্রিপুরার উত্তর জেলার কাঞ্চনছড়া নামক পার্বত্য পল্লী, যেখানে আছে কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত একটি প্রকল্প, যার নাম 'বিবেকানন্দ শিশু শিক্ষা নিকেতন; শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। ছিল একটি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রী নিবাস আর ছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যাতে গ্রামের জনজাতি বালক বালিকা ও ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করত। শিক্ষিত সেবাব্রতী জনজাতি ও বাঙালি মিলিত ভাবে প্রকল্পটি চালাত। এদের সার্বিক ভাবে সহায়তা করত কল্যাণ আশ্রম ত্রিপুরা, প্রেরণা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ। তাই সঙ্ঘের ক্ষেত্রের অধিকারী ত্রিপুরার বিভাগ ও জেলা প্রচারকদের নিয়ে প্রকল্পটি পর্যবেক্ষন করতে গিয়েছিলেন। তখন ত্রিপুরার পাহাড়ে পরিস্থিতি বড়ই ভয়ঙ্কর। কিন্তু দেশমাতৃকার কাজে নিবেদিত প্রাণ এই দেবদুর্লভ প্রচারকগণ উদার চিত্তে জনজাতি ছেলেমেয়ে ও কার্যকতাদের দেখতে গিয়েছিলেন।
স্থানীয় কয়েকজন তাদের ছাত্রাবাসে পৌঁছে দেন। প্রকল্প প্রমুখ সঞ্জিত পাল তাদের চা পানের ব্যবস্থা করেন। এখন সময় উগ্রবাদী এসে পিস্তল ধরে তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কার্যকর্তারা প্রাণ পণ চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারে নি। এই অপহৃত চারজন হলেন শ্যামল সেনগুপ্ত, সুধাময় দত্ত, দীনেন দে ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী। সাথে সাথে খবর ছড়িয়ে পড়ল। আর কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা সহদেব হাজং এবং প্রকল্পে সভাপতি বিশ্বধর ত্রিপুরা তাদের খবর নেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। কেন্দ্রে তখন বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানী। দেশ বিদেশে খবর ছড়িয়ে পড়ল আলোচনা পর্যালোচনা হল কিন্তু কোন সুফল হল না। এক বৎসর যাবৎ এদেরকে শারীরিক, মানসিক অত্যাচারে জর্জরিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের হত্যা করে কবর দেওয়া হলো বলে যানা যায়।
এরা ছিলেন শাশ্বত,শুদ্ধ, রাষ্ট্রীয়তাবাদী, ভারত মাতার সুসন্তান। তাঁদের স্মরণ মনন অনুসরন করা পবিত্র জাতীয় কর্তব্য। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ **শ্যামল সেনগুপ্ত**, জন্ম ১৯৩০ সালে। কারিমগঞ্জের সুপারতলা গ্রামে। পিতার নাম সুনীল সেনগুপ্ত- সরকারি চাকরি করতেন। শ্যামলদা এম, এ পাশ করে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকরি করতেন। ১৯৬৪ সালে বিবাহ করেন। তাঁর তিন পুত্র এক কন্যা, ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি শিলচরে প্রচারক মা! বসন্তবাও ও ক এর মাধ্যমে সংঘের স্বয়ং সেবক হন। ১৯৯২ সালে সেবা নিবৃত্ত হয়ে তিনি ক্ষেত্রের দায়িত্ব নিয়ে তন, মন, ধন দিয়ে নিরন্তর কাজ করতে থাকেন। ৬ আগস্ট ১৯৯৯ সালে কাঞ্চন ছড়া থেকে বিধর্মী বিদেশীর আঙ্গুলি হেলনে চালিত বৈরীদের দ্বারা অপহৃত হন। সুধাময় দত্ত ১৯৪৮ সালে মেদিনীপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সংঘের স্বয়ং সেবক। বিএ পাশ করে সংঘের প্রচারক হন এবং মেদিনীপুর, চুচড়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও কলিকাতায় কাজ করেন। তারপর কলিকাতা ও আগরতলা থেকে প্রকাশিত স্বস্তিকা পত্রিকার ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি স্বস্তিকার কাজে ত্রিপুরা এসে ছিলেন। ৪টা আগস্ট তিনি বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে ত্রিপুরায় আসেন আর ৬ আগস্ট ১৯৯৯তে কাঞ্চনছড়া থেকে অপহৃত হন। দীনেন্দ্র নাথ দে (গনা দা) কলিকাতার উল্টো ডাঙ্গায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দেবেন্দ্র নাথ দে ডাক বিভাগে চাকরি করতেন। দীনেন দা মাধ্যমিক প্রথম বিভাগে এবং অংকে সাম্মানিক সহ বিএ পাশ করে প্রচারক হন, বাল্যাবস্থাতেই তিনি সংঘের স্বয়ং সেবক হন। তিনি বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, কুচবিহার বাকুরা, মেদিনীপুর তারপর ১৯৯১ সালে ত্রিপুরায় সহ বিভাগ প্রচারক হয়ে কাজে যোগ দান করেন। ৬ আগসট তিনি কাঞ্চন ছড়া থেকে অপহৃত হন।শুভঙ্কর চক্রবর্তী (কাঞ্চন দা) ১৯৬১ সনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মেহরদহ নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আইনে স্নাতক ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি স্বয়ং সেবক। পড়া শেষ করে তিনি প্রচারক হন, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া তারপর ১৯৯১ সালে উত্তর ত্রিপুরার জেলা প্রচারক হয়ে আসেন ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট অপহৃত হন।এদের প্রত্যেকের কিছু বিশেষত্ব ছিল। যেমন শ্যামল সেনগুপ্তের বহু দর্শিতা, নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা আর স্মরণ শক্তি একবার কারো সঙ্গে পরিচয় হলে তিনি ভুলতেন না। সুধাময় দত্তের ধেয় নিষ্ঠা, স্থিত প্রজ্ঞা আর ব্যবহার কুশলতা। যেমন তিনি ১৯৮৮ সনে ত্রিপুরায় এসেছিলেন। প্রচারকদের খাবার ব্যবস্থা স্বয়ং সেবকদের বাড়িতে হত। তাই অনেক সময় গৃহকর্তী খাবার কেমন হয়েছে জানতে চাইতেন। তিনি উত্তর দিতেন মার হাতে তৈরি খাবার সে তো প্রসাদ তা মন্দ হবে কেন?
দীনেন দের প্রাণ চঞ্চলতা ও কর্ম তৎপরতা আকর্ষন ক্ষমতা ছোট ছোট খেলা দিয়ে বালক কিশোরদের আকৃষ্ট করতেন।শুভঙ্কর চক্রবর্তী বাগ্মীতা, সুললিত কণ্ঠস্বর, বাংলা হিন্দি, ককবরক আর সিলেটি ভাষার গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতেন।
তাদের এসব গুণাবলী একে অপরের পরিপূরক ও চুম্বক সদৃশ।এই হৃদয় বিদারক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রে তখন বিজেপি সরকার মাননীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় লাল কৃষ্ণ আদবানী এই বিভিষিকাময় সংবাদ দ্রুতগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, সমস্ত প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হল কেন্দ্রীয় আরক্ষা বাহিনী তাদের সন্ধানে নামল। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোন হেল দোল নেই। মাননীয় সুদর্শনজী তখনকার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কিন্তু কোন সদুত্তর পেলেন না। সাড়া দেশে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হল কেহ কাঁদে, কেহ মুচকি হাসে। এখন জানা গেল তাদের দেহ কবর দেয়া হয়েছে, স্থানের খোঁজও পাওয়া গেছে। এখন পরিস্থিতিও পাল্টেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় ও তাদের দেহাবশেষের সৎকার করা হল না। তাদের এই আত্মত্যাগের কথা জনমানসে তুলে ধরার ব্যবস্থা করার আশা অনেকেই করেছিল।
বর্তমানে পরিস্থিতিতে তাদের সম্মানার্থে একটি কিছু করার কথা প্রত্যেক স্বয়ং সেবকের মনের বাসনা ছিল। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পারিবারিক ও স্বয়ং সেবকদের মনের বাসনার কথা একটা কিছু করা দরকার কিনা একটুখানি ভাবুন।

তিনটি গুলী লাগার পরেও তেরঙা ছাড়েননি গান্ধিবুড়ি

স্বাধীনতা দিবসের খুব বেশি দিন আর বাকি নেই, কিন্তু এই স্বাধীনতা খুব সহজে অর্জিত হয়নি। অগণিত বীর যোদ্ধারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন স্বাধীনতালাভের জন্য। তাঁদের বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প এখনও শোনা যায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়া এমন একজন মহান বিপ্লবী নেত্রী ছিলেন 'গান্ধিবুড়ি '। হিংস্র ইংরেজদের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি গুলিতে বিদ্ধ হয়েছিলেন ৭১ বছর বয়সী এই বীরাঙ্গনা, নিজের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্য্যন্ত হাত থেকে তেরঙা ছাড়েননি গান্ধিবুড়ি।
গান্ধিবুড়ির প্রকৃত নাম মাতঙ্গিনী হাজরা। ১৮৭০ সালের ১৯ অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার তমলুকের অদূরে আলিনান নামে একটি ছোটো গ্রামে (ডাকঘর: হোগলা) দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। 'গান্ধিবুড়ি' অথবা 'ওল্ড লেডি গান্ধি' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। মাতঙ্গিনী হাজরা সেই সমস্ত হাজার-হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর এই বলিদান সম্পর্কে হয়তো খুব কম মানুষেরই মনে আছে।
মাত্র ১২ বছর বয়সেই হয়ে গিয়েছিল বিয়ে। দারিদ্রের কারণে বাল্যকালে প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। মাত্র ১২ বছর বয়সেই ৬২ বছর বয়সী ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। ১৮ বছরের বিধবা মাতঙ্গিনী হাজরা এরপর নিজের বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁর বাড়ির সামনে থেকেই যাতায়াত করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, যাঁদের হাতে থাকত তেরঙা ও ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিতে থাকতেন।
সর্বদা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়ে শুনতে ও জানতে আগ্রহ রাখা মাতঙ্গিনী, কখন নিজেই স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে গেলেন, তা হয়তো নিজেও বুঝতে পারেননি। সাল ১৯০৫, সামনে থেকে মহাত্মা গান্ধির আন্দোলনে সামিল হন মাতঙ্গিনী। মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নারীদের এই আন্দোলনে যোগদান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন মাতঙ্গিনী হাজরা। মতাদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন একজন গান্ধীবাদী। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মাতঙ্গিনী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন।

বাপুর আদর্শকে নিজের জীবনের আদর্শে উন্নীত করেছিলেন মাতঙ্গিনী

মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধিজির শিক্ষাকে নিজের জীবনের অংশে উন্নীত করেছিলেন। মতাদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন একজন গান্ধিবাদী। তিনি নিজেই নিজের সুতো কাটতেন ও খাদি কাপড় পরিধান করতেন। এছাড়াও সর্বদা মানুষের সেবার জন্য তৎপর থাকতেন মাতঙ্গিনী হাজরা। মানুষের সেবা ও ভারতের স্বাধীনতাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে নিয়েছিলেন তিনি।

আইন অমান্য আন্দোলন করে গ্রেফতার হয়েছিলেন

১৯৩২ সালে গান্ধিজির নেতৃত্ব সমগ্র দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে প্রতিদিন মিছিল বের হত। ১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারি যখন এমনই মিছিল মাতঙ্গিনী হাজরার বাড়ির সামনে থেকে যাচ্ছিল, তখন তিনি ওই মিছিলে সামিল হন।
তমলুকের কৃষ্ণগঞ্জ বাজারে পৌঁছনোর পর একটি সভা হয়। তখন মাতঙ্গিনী হাজরা সকলের সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের শপথ নেন। ওই বছর মাতঙ্গিনী হাজরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন।
সেই সময়ে তিনি লবণ আইন অমান্য করে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন, তখন তাঁর ৬২ বছর বয়স ছিল। জেল থেকে বের হওয়ার পরও নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে পিছপা হওয়ার কথা তিনি একবারও ভাবেননি।

বৃদ্ধা অবস্থায় জেলে গিয়েছিলেন অনেকবার, কিন্তু লক্ষ্য থেকে পিছপা হননি

ব্রিটিশ সরকারের কর মকুবের দাবিতে প্রতিবাদ চালিয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন মাতঙ্গিনী। এই সময় তিনি বহরমপুরের কারাগারে ছ'মাস বন্দি ছিলেন। তিনি হিজলি বন্দি নিবাসেও বন্দি ছিলেন কিছুদিন। মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করেন এবং নিজের হাতে চরকা কেটে খাদি কাপড় বানাতেও শুরু করেন।
শুধু তাই নয়-১৯৩৩ সালে শ্রীরামপুরে যখন কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকার লাঠিচার্জ করেছিল, তখন গুরুতর আহত হয়েছিলেন তিনি। ওই বয়সেই নিজের কষ্ট ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র স্বাধীনতার কথাই ভেবেছিলেন তিনি। যখন বাংলার তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর জন অ্যান্ডারসন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর সামনে গিয়ে কালো পতাকা দেখিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মুখ্য সেনানী ছিলেন মাতঙ্গিনী

১৯৩৫ সালে তমলুক অঞ্চল ভয়াবহ বন্যার কারণে কলেরা এবং গুটিবসন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজের জীবনের পরোয়া না করে উদ্ধারকাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাতঙ্গিনী। ১৯৪২ সালে গান্ধীজি যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেন, তখন সেই আন্দোলনের মুখ্য সেনানী হিসেবে উঠে এসেছিলেন মাতঙ্গিনী।
১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর হাজার হাজার মানুষের র‍্যালিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি ও তমলুক পুলিশ ফাঁড়ি ঘিরে ফেলার জন্য বেরিয়ে পড়েন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সদস্যেরা মেদিনীপুর জেলার সমস্ত থানা ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা নেন।
এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে এখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। প্রধানত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক-সহ ৬ হাজার সমর্থক তমলুক ফাঁড়ি দখলের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৭৩ বছর বয়সী মাতঙ্গিনী হাজরা। শহরের উপকণ্ঠে মিছিল পৌঁছলে ব্রিটিশ পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই আদেশ অমান্য করে মাতঙ্গিনী অগ্রসর হলে তাঁকে গুলি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতঙ্গিনী এগিয়ে চলেন এবং পুলিশের কাছে আবেদন করেন জনতার ওপর গুলী না-চালাতে।

হাতে গুলী লাগা সত্ত্বেও তেরঙা ধরেছিলেন গান্ধিবুড়ি

গুলি লাগা সত্ত্বেও মাতঙ্গিনী এগিয়ে চলেন এবং পুলিশের কাছে আবেদন করেন জনতার ওপর গুলি না-চালাতে। পুলিশ গুলি চালালে তিনি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের পিছনে রেখে নিজেই এগিয়ে যান। তাঁকে এগিয়ে যেতে দেখে পুলিশ আরও দু'টি গুলি চালায়। পুলিশ তিনবার তাঁকে গুলি করে। গুলি লাগে তাঁর কপালে ও দুই হাতে। তবুও তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। এরপরেও বারবার গুলি চালানো হয়। তেরঙা পতাকাটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে উঁচিয়ে ধরে বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন গান্ধীবুড়ি।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রয়েছে তাঁর মূর্তি

তমলুকে ঠিক যে জায়গাটিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেই জায়গাটিতেও তাঁর একটি মূর্তি আছে। স্বাধীনতার পর মাতঙ্গিনী হাজরার স্মরণে তমলুকে তাঁর শহিদস্থলে মূর্তি বসানো হয়। স্বাধীন ভারতে কলকাতা শহরে প্রথম যে নারীমূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি ছিল মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ময়দানে এই মূর্তিটি স্থাপিত হয়। তাঁর নাম অনেক স্কুল, কলোনি ও রাস্তার নামকরণ হয়। ২০০২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে ভারত সরকার তাঁর সম্মানে ডাক টিকিটও প্রকাশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে এখনও বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নমন করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৬ দফা দাবি আদায়ে সোমবার ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনে তরফে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

কারুশিল্প দক্ষতায় মহিলা ক্ষমতায়নঃ মঙ্গল লেইমা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাফল্যগাঁথা

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারী, ২০২৫: দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে চলছে গ্রামীণ ভারত মহোৎসব। এখানেই ৫৯ নম্বর স্টল দিয়েছে মনিপুরের মঙ্গল লেইমা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। মঙ্গল লেইমা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা শুরু হয়-মণিপুরের খঙ্গাবোক গ্রাম থেকে শুরু করা সামান্য এক উদ্যোগ থেকে। ২০১৪ সালে লাইশরাম শর্মিলা দেবী এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের মুষ্টিমেয় মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে খুবই সাদামাটা ভাবে শুরু করেন এক নতুন যাত্রা; যদিও তাঁদের পরম্পরাগত ও দক্ষতা সমৃদ্ধ কারুশিল্পকে নিয়েই আর্থিক প্রগতির সন্ধানে এই পথ চলা শুরু করেন। সেই ২০১৪ থেকে আজ পর্য্যন্ত যাত্রা পথে তাঁদের সাথে জুড়েছেন ৪,০০০ এরও বেশি মহিলা কারুশিল্পী, যাঁদের সবাই আজ আর্থিক ক্ষমতায়নের দিশা অর্জন করেছেন।

নাবার্ডের আর্থিক ও দক্ষতা-উন্নয়ন স্কিলের সহায়তায়, মঙ্গল লেইমা এসএইচজি স্বনির্ভরতা এবং সৃজনশীলতার একটি আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। তাঁরা তৈরী করেন ব্যাগ, উপহারের ঝুড়ি, বাক্স, কেস এবং বাড়ির সাজসজ্জার আইটেম সহ বিভিন্ন ধরণের কারু ও হস্তশিল্প পণ্য, যেগুলো প্রধানত থৌবাল জেলায় জলাভূমিতে প্রাপ্ত কৌনা নামক এক জলজ তৃণের কান্ড থেকে তৈরি। মঙ্গল লেইমা এখন ১৪টি মহিলা-নেতৃত্বাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে নিয়ে সংগঠিত। এর সদস্যরা গড়ে মাসিক ১২,০০০ টাকা উপার্জন করেন। মঙ্গল লেইমা এসএইচজি স্বনির্ভরতা এবং সৃজনশীলতার পাশাপাশি সুস্থায়ী উদ্যোগী হবার সম্ভাবনাকে যেমন প্রামাণ্য করে তুলেছে তেমনি সম্প্রদায়-চালিত প্রচেষ্টার মধ্য রূপান্তরকারী সম্ভাবনাকেও প্রতিফলিত করছে।

মহাকুম্ভে হিন্দুস্থান সমাচারের ক্যাম্প কার্যালয়ের উদ্বোধন

প্রয়াগরাজ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার সন্ধ্যায় মহাকুম্ভ মেলা প্যারেডে হিন্দুস্থান সমাচার-এর ক্যাম্প অফিসের ভূমিপুজো ও উদ্বোধন হলো পূর্ণাঙ্গ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এই উপলক্ষে হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচাঁদ মার্ডিকার বলেন যে, এই সংবাদ সংস্থাটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে এটি ১২টি ভাষায় পরিষেবা দিত। এখন মোট ১৫টি ভাষায় সংবাদ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

ভূমিপূজার পর চেয়ারম্যান সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আজ আমি তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগে এসেছি এবং শঙ্করাচার্য্যের উপস্থিতিতে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে।

তিনি বলেন, ১৫ নভেম্বর মালয়ালম, ১২ ডিসেম্বর তামিল এবং ২৫ ডিসেম্বর সংস্কৃত ভাষাতেও পরিষেবা প্রদান শুরু হয়েছে হিন্দুস্থান সমাচরের।

তিনি এও বলেন, আমাদের প্রতিনিধিরা এখান থেকে প্রতি মুহূর্তের খবর দিতে থাকবেন। আমাদের সংবাদ উপভোক্তারা সেই খবর পাবেন, সেই সঙ্গে মহাকুম্ভের খবর সারা দেশে প্রচারিত হতে থাকবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, হিন্দুস্থান সমাচার এর প্রতিনিধিরা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

গোবর্ধন মঠ পীঠধীশ্বর জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য স্বামী অধোক্ষজানন্দ দেবতীর্থ মহারাজ বলেছেন, হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার উপস্থিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা, সংস্থার পরিষেবা ভারতের প্রতিটি প্রান্তে এমনকি ছোট রাজ্যেও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। সাধারণ মানুষের আবেগ ও অনুভূতি বুঝছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তিনি বলেন, অখন্ড ভারতে আমি ভ্রমণ করেছি, সেখানেও অনেক জায়গায় এর পরিষেবা পাওয়া যায়। এখন কুম্ভে সবচেয়ে বড় সমাগম হচ্ছে। যা চলবে ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত। এতে সারা বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আসবেন এবং বিভিন্ন ধরনের বৈদিক, সনাতন ও সন্তের সমাগম হবে। এখানেও হিন্দুস্থান সমাচার-এর শুভারম্ভ হচ্ছে। তাঁদের সাংবাদিকরা এখানকার ঋষি, সাধক ও ধর্মগুরুদের চিন্তাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবেন।

বিশেষ অতিথি রাজ্য সূচনা আয়ুক্ত পি এন দ্বিবেদী বলেন, আমি হিন্দুস্থান সমাচারের অংশ ছিলাম এবং এখনও নিজেকে সদস্য মনে করি। তিনি বলেন, হিন্দুস্থান সমাচার সংস্থার চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচাঁদ মার্ডিকার বলেছেন আগে এই এজেন্সি ১২টি ভাষায় ছিল এবং এখন তা সংস্কৃত, তামিল এবং মালায়ালম-সহ ১৫টি ভাষায় উন্নীত হয়েছে, যা সারা দেশে সম্প্রচার করবে এবং সারা বিশ্বে যাবে। তিনি কুম্ভ সম্পর্কে বলেছেন, সমুদ্র মন্থন সম্পর্কে তো সবাই জানেন। যার মধ্যে অমৃত পাত্র পাওয়া গেছে। একই অমৃত পাত্র তীর্থরাজ প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে প্রতি ছয় বছর পর কুম্ভ হয়। বর্তমানে সারা বিশ্ব থেকে ভক্তরা প্রয়াগে আসেন পুণ্যস্নান করতে। এমনই আমাদের তীর্থস্থান প্রয়াগের মহিমা।

এই উপলক্ষ্যে আরএসএস-এর ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ সুভাষ, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মনোজ কুমার গুপ্ত, ডাঃ বিবেক নিগম, সংবাদ সংস্থার জাতীয় সমন্বয়কারী রাজেশ তিওয়ারি, শিব গোপাল, রিতেশ, ডাঃ রঞ্জিত সহ অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু রাজস্থানে

জয়পুর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবার সন্ধ্যারাতে রাজস্থানে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে জয়পুরের ভিকেআই থানার অন্তর্গত ১৪ নম্বর রোডে। জানা যায় , যুবক ১৪ নম্বর রোডে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, তখন পেছন থেকে আসা একটি নিয়ন্ত্রণহীন লরি তাঁকে ধাক্কা দেয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ঘটনাস্থলেই যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , নিহত যুবকের কাছে একটি ফোন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুধু ভাষণই শুনছি, কাজ শূন্য; ওড়িশা সরকারকে তোপ নবীনের

ভুবনেশ্বর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): ওড়িশার মোহন চরণ মাঝি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। তাঁর কথায়, বিজেপি জুন মাসে ওড়িশায় সরকার গঠন করেছে এবং ইতিমধ্যে সাত মাস পেরিয়ে গিয়েছে। আমরা কেবল দীর্ঘ ভাষণ শুনছি, কিন্তু কাজ শূন্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু সরকারের কোনও পদক্ষেপ নেই।"

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়েক সোমবার ভুবনেশ্বরের লোয়ার পিএমজি স্কোয়ারে বিজেডি কর্মীদের সমাবেশে ভাষণ দেন, নিজের বক্তৃতায় মুদ্রাস্ফীতি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধির জন্য বিজেপিকে দায়ী করে সরব হন।

অকালপ্রয়াণ একটি নামী সংবাদ চ্যানেলের সাংবাদিকের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার রাতে মাত্র ৫০ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ ঘটল একটি নামী সংবাদ চ্যানেলের সাংবাদিক সন্দীপ সরকারের।

এক সপ্তাহ আগে পর্য্যন্ত কাজ করেছেন পুরোদমে। পায়ে চোট লাগার পর সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। গত সোমবার থেকে ভর্তি ছিলেন মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। গোটা শরীরে সেপ্টিসেমিয়া ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই অবনতি ঘটছিল শারীরিক অবস্থার। ৬ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়েছিলেন। বুধবার ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পায়ের সংক্রমণ সেপ্টিসেমিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত অঙ্গ বিকল হতে শুরু করে। সংক্রমণ ছড়ানো ঠেকাতে শুক্রবার সন্ধেয় জরুরি ভিত্তিতে ডান পা বাদ দেওয়া হয়। সংকটজনক থাকলেও শেষ চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা। রক্তচাপ প্রবল ওঠানামা করা শুরু হয়। তারপর থেকেই আরও অবনতি। শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার নিভে যায় সন্দীপের জীবনদীপ। ৫ জানুয়ারি রাত সাড়ে নটা নাগাদ আচমকা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টেই শেষ সবকিছু। হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাংবাদিক সন্দীপ সরকার। ১৯৭৪ সালে ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ থেকে মাধ্যমিক, তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক, সেখান থেকেই সাংবাদিকতার পাঠ নেন। জার্নালিজমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করার পর পেশাদারি সাংবাদিক জীবনের শুরু। তারপর থেকে খবরের সঙ্গেই কাটত দিন-রাত। তাঁর অকালপ্রয়াণে শোকাহত কলকাতার সাংবাদিক মহল।

বেঙ্গালুরুতে দুই শিশু-সহ একই পরিবারের ৪ জনের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): বেঙ্গালুরুতে রহস্যজনক মৃত্যু হল দুই শিশু-একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের। মৃত শিশুদের বয়স ৫ ও ২। তাঁদের বাড়ি উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে (প্রয়াগরাজ)। সোমবার বেঙ্গালুরুর সদাশিবনগর থানার অধীনে একটি বাড়ি থেকে ৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁরা ওই বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল ডিসিপি শেখর এইচ টেককানভার বলেছেন, 'আমরা তথ্য পেয়েছি, সদাশিবনগর থানা এলাকায় একটি পরিবারের ৪ জন সদস্যকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এর ভিত্তিতে আমাদের পরিদর্শক, এসিপি এবং আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি এবং দু''জন প্রাপ্তবয়স্ক ও দুই শিশুর দেহ উদ্ধার হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে।'

সাঁকরাইলে আগুনে পুড়ে ছাই ছাপাখানা, হতাহতের খবর নেই

হাওড়া, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): ভয়াবহ অগ্নিকান্ড হাওড়ার সাঁকরাইলে। আগুনে পুড়ে ছাই ছাপাখানা। ঘটনাটি ঘটেছে সাঁকরাইলের মানিকপুরের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে একটি বন্ধ থাকা ছাপাখানায় হঠাৎ আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। জানা গেছে, প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান এলাকাবাসীরা। প্রায় ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রবিবার হওয়ায় ছাপাখানাটি বন্ধ ছিল। তাই হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট

দাবীহীন মহিলার মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref:- GB TOP G.D Entry No. 07 dated - 03/01/2025

পাশের ছবিটি সীতা মজুমদার, স্বামী- মৃত পানু মজুমদার, সাং- বলদাখাল, চন্দ্রপুর, পোঃ- রেশম বাগান, থানা- আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- আনুমানিক ৫০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমন্ডল- গোলাকার, চুল- কালো এবং সাদা। গত ০৩/১২/২০২৪ ইং তারিখ বিকাল ৫ টা অসুস্থ অবস্থায় এ.বি.ভি.আর.সি.সি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ০৩/০১/২০২৫ ইং তারিখ সকাল ৬ টা ০৫ মিনিটে এ.বি.ভি.আর.সি.সি হাসপাতালে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মহিলার মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জি.বি টি.ও.পি ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-1637/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-67/EE/RD/KGT/DIV/ 2024-25 dt 04/01/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites Percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 17/01/2025 for 01 no. work of Rs. 23,13,92,795.00

For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail: een1 kgt@gmail.com Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/3147/25

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

PNIT No. 22/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2024-25

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripuraon behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Renovation of Kamalpur Sub-jail, Dhalai, Tripura during the year 2024-25.
Estimated Cost: 70, 89,556.90
Bid Fee: Rs.4, 000.00
Last date & time for online Bidding: 22/01/2025 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https:// tripuratenders.gov.in

ICA/C/3153/25

Er. S.Deb Sarkar Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai District, Tripura.

Notice inviting e- tender
PNIe-T-25/EE/RD/BSGD/SPJ/2024-25
dt. 03/01/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 24/01/2025 for Construction of the 50 (fifty) bedded field hospital under Emergency Covid Response Plan II (ECRP II) at Bishalgarh Sub-Division Hospital under RD Bishramganj Division, Sepahijala Tripura during the year 2024-25. (PWD SOR 2023). online Eligible bidders
through website shall participate in bidding only in https:// tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: 17.01.2025 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

ICA/C/3159/25

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/72/2024-25
dated: 04/01/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/142/2024-25	₹ 21,16,730.00	₹ 42,335.00	120 (one two zero) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/118/2024-25 (2nd Call)	₹ 4,84,453.00	₹ 9,689.00	365 (three six five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 27/01/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 27/01/2025, if possible. For more details kindly visit: https:// tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3156/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DEBASHIS PAUL)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 8837256802

৪৩ তম আগরতলা বইমেলা ২০২৫
সর্বেষাং শান্তির্ভবতু
২ জানুয়ারি - ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ■ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ
বিজ্ঞাপন বনিক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচি

৭ জানুয়ারি, ২০২৫ ■ সন্ধ্যা ৫টা থেকে

মঞ্চ : মহাবীর মঞ্চ

গোমতী জেলার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান : কৃষ্ণধন লোধ (কণ্ঠ সঙ্গীত) ও সৌমেন দেব (হারমোনিয়াম)
উদীয়মান শিল্পী : সুনন্দা ভট্টাচার্য্য, সায়ন্তিকা দাস, প্রনব দেববর্মা, **আবৃত্তি:** শ্রুতিকৃতি আবৃত্তি স্কুল
পঞ্চকবির গান: পৌলমী রায় (অতুলপ্রসাদ), দেবাঙ্কিতা দেবনাথ (নজরুল)
জনজাতি অনুষ্ঠান :-
একক সঙ্গীত: পলি দেববর্মা, দুর্জয়মণি দেববর্মা, অর্জিন দেববর্মা, **সমবেত সঙ্গীত :** সালফা কলাকেন্দ্র,
সমবেত নৃত্য : ঘুমপুই ড্যান্স একাডেমি
সমবেত সঙ্গীত: সবিরি গ্রুপ, সুরসঙ্গম সঙ্গীতালয়, **সমবেত নৃত্য :** রঙ্গনৃত্য ড্যান্স একাডেমি, মঞ্জুশ্রী ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি
বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশনঃ- অমরনাথ বনিক, আলিশা চক্রবর্তী, রাকেশ কিশোর দেববর্মণ
যন্ত্রানুসঙ্গে- মিঠুন ঋষিদাস (কিবোর্ড), কৌশিক দাস (অক্টোপ্যাড), নিলাদ্রী দেবনাথ (তবলা), শুভম পাল (গিটার)
সঞ্চালনায় - মণিষা ঘোষ

৮ জানুয়ারি - অনুষ্ঠান সূচি
= কবি সম্মেলন (দক্ষিণ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা) =
বেলা ২.৩০ টা থেকে
সঞ্চালনা- শ্রীমতী স্বাতী ইন্দু

কৃষ্ণকুশুম পাল, চন্দন পাল, মাধুরী লোধ, সমর বিশ্বাস, টুটন চক্রবর্তী, শুভ্রশংকর দাস, সৈকত মজুমদার, সুবোধ কংসা বনিক, রঞ্জিত কুমার দে, জনার্ধন রায়, বিপ্লব চৌধুরী, খোকন সাহা, মিঠু মল্লিক বৈদ্য, ধানেশ্বর দেবনাথ, শংকরী প্রসাদ বৈদ্য, অরুপ পাটারি, হরিনারায়ন সেনগুপ্ত, শ্রীমান দাস, মাধুরী সরকার, বিভুলাল চক্রবর্তী, লিটন আচার্য, অমিত সরকার, অরুন চন্দ্র নন্দী, জগন্নাথ বনিক, সুস্মিতা মহাজন, গোপাল বনিক, ভবানী বিশ্বাস, তপা মজুমদার, রোজি দেবনাথ, শুভ্রজিৎ মহাজন, সুজন দেবনাথ, সুপ্রিয়া সরকার, লক্ষী পাল, সুদর্শন সদাগর, সুস্মিতা দেবনাথ, বিশ্বজিৎ মানিক, সঞ্জয় দত্ত, রুপন মজুমদার, সংগীত শীল, দুলাল চক্রবর্তী, অচিন্ত্য পাল, যোগমায়া গোস্বামী, রণিতা নাথ, বিজলী সাহা, কল্যাণী ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ রায় বর্ধন, তিমিরবরণ চাকমা, অর্ধেন্দু ভৌমিক, রথীন্দ্র চৌধুরী, বাবুল দেবনাথ, দেবব্রত সুত্রধর, ইন্দ্রজিত মারাক, অভিক কুমার দে, অনামিকা লস্কর, তারাপ্রসাদ বনিক, সুমন পাটারি, অমর মিত্র, অশোকানন্দ রায় বর্ধন, রঞ্জিত দে, দীপক দাস, সাচিরাম মানিক, অনুপম রায়, রূপন দে, সঞ্জীব দে, রতন চক্রবর্তী, সঞ্জীব মালাকার, বিজন বোস, বিনয় শীল, জয় দেবনাথ, রুপন সুত্রধর, সুচরিতা পাটারী, মাম্পী সরকার, সুমন নাথ, তাপস দত্ত, গোপাল দে, সুব্রত ভৌমিক, রুপঙ্কর পাল, গৌতম সিংহ, চিন্ময় দে, রাজেশ ঘোষ, প্রীতম দাস, সুধীর দাস, পুজা মজুমদার, বিধার্না মজুমদার, চয়ন দাস, দেবদ্বীপ মজুমদার, সুচিত্রা গনচৌধুরী, সুধীর রায়, দীপ্তি বিশ্বাস গনচৌধুরী, আশিস পাল, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, নিতাইচরন দেবনাথ।

মধুমিতা নাথ, রূপম রায়, ড. দীপঙ্কর বিশ্বাস, নিখিল সরকার, নিধির রায়, দীপঙ্কর দেবনাথ, নৃপেশানন্দ দাস, বাঁধন চক্রবর্তী, সুজিত চক্রবর্তী, সুমন মহালানবিশ, সোমা দেবনাথ, পৌশালি ভৌমিক, রজনীকান্ত দাস, রথীন্দ্র সিনহা, বিশ্বনাথ সরকার, গোপা রায়, রণতোষ কুমার দেব, শংকর সাহা, রিতা পাল, ডা: শ্যামোৎপল বিশ্বাস, প্রীতিকণা দাস, অভিজিৎ দাস, সন্ধ্যা ভৌমিক, সবিতা ভৌমিক ।

মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র ■ সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৬টা
প্রসঙ্গ:- আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস ও বর্তমান সময়
সঞ্চালনা- ড. সন্দীপ দেব
আলোচক - শ্রীমতী সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, ড. রাজীব ঘোষ, ড. রাজেশ ভট্টাচার্য,

মহিলা কমিশন দ্বারা পরিবেশিত অনুষ্ঠান
(সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা)

বই প্রকাশ ■ রাত ৮টা থেকে

***** এছাড়াও থাকবে সবার জন্য উন্মুক্ত ড্রপবক্স কুইজ *****

(প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরাসরি Ica.Tripura facebook live এবং -এ দেখা যাবে)

ICA/D-1638/25

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ■ ত্রিপুরা সরকার

সকল কবিদের সূচি অনুযায়ী অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ব্রেকফাস্টে পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা দিনের শুরুতে জলখাবারে জেলি দিয়ে পাউরুটি খান কিংবা খালি পেটে মধু দিয়ে রসুন খান। পেট ভরাতে, শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে এমন অনেক খাবার আমরা খেয়ে থাকি। কিন্তু কোন খাবার আমাদের জন্য উপকারী আর কোনটা শরীরের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে, এটা অনেকেই জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েও শরীরে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। এটা হল ভুল খাবারের সংমিশ্রণের কারণে ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হজম ক্ষমতার জন্যও কিছু কিছু খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। আমরা সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই। এর জন্য কোন খাবারের সংমিশ্রণগুলো এড়িয়ে চললে ভাল, জেনে নিন

জ্যাম ও পাউরুটি- ব্রেকফাস্টে অনেকেই পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের জন্য ভাল নয়। পাউরুটিতে প্রোটিন ও ফ্যাট কম রয়েছে এবং কার্ব বেশি মাত্রায় রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিনি রয়েছে যা আপনাকে এক ঘন্টার জন্য শক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু তারপরেই আপনার খিদে পাবে এবং মেটাবলিজম ধীর হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে এটি পেটের সমস্যা তৈরি করবে। চা কিংবা কফির সঙ্গে পালং শাকের পরোটা- পরোটার সঙ্গে চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস বাঙালির বেশ পুরনো। এখন শীতের মরশুমে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে পালং শাকের পরোটাও নিশ্চয়ই রাঁধছেন। কিন্তু তা বলে পালং শাকের পরোটার সঙ্গে চা-কফি পান করবেন না। এতে শরীরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চায়ের মধ্যে পলিফেনল ও ট্যানিন এবং কফির মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরকে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। অন্যদিকে পালং শাক আয়রন সমৃদ্ধ। সুতরাং, এই সংমিশ্রণ আপনার শরীরে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

দুধের সঙ্গে ফল- দুধ ও ফল দুটোই কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু এই দুটো একসঙ্গে খেলে আর 'স্বাস্থ্যকর' থাকবে না। অনেকেই দুধে বিভিন্ন ফল দিয়ে স্মুদি বানান। এই ভুল একদম নয়। বিশেষত লেবু জাতীয় ফল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল দুধের সঙ্গে খাবেন না। এতে দুধ এবং ফল উভয়েরই পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে সোডা- পিতা অর্ডার করার সঙ্গে এক বোতল ঠান্ডা সোডাযুক্ত পানীয়ও অর্ডার করে দেন। এই ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। কিন্তু এটা আমাদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পিতার সঙ্গে সোডাযুক্ত পানীয় আমাদের হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি

কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন কেড়ে নেবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে রেস্তরাঁর শরণাপন্নই হতে হয়। চিন্তা নেই। খুব সহজে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারবেন হাঁসের মাংসের মালাইকারি।

যা যা লাগবে-

হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চা-চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ।

তৈরি করুন এভাবে- হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়। কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

ওজন কমাতে প্রোটিনের চাহিদা

ওজনকে বশে রাখা সহজ কাজ নয়। একবার ওবেসিটির ধাত চলে এলে, সহজে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। আর সব সময় যে জিম করেই ওজন কমানো যায়, তা কিন্তু নয়। ওজন কমাতে গেলে অনেক কিছুর দিকেই নজর দিতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হয় খাওয়া-দাওয়া। সঠিক সময়ে খাওয়া থেকে শুরু করে সঠিক পরিমাণে খাবার খাওয়া জরুরি।

আর এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। তাছাড়া একদিনে ওজন কমানো যায় না। অর্থাতআপনি একমাসে ভাজাভুজি খাবার খেলেন না আর জমিয়ে জিম করলেন, এতে খুব বেশি উপকার পাবেন না। ওজন কমানো একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সুতরাং, আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং পুষ্টিবিদের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি মানসিক চাপও কমাতে হবে। কারণ মানসিক চাপের কারণেও অনেক সময় ওজন বেড়ে যায়।

শরীরকে ফিট রাখার জন্য ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন এই তিনটে পুষ্টিই জরুরি। কিন্তু অনেকেই এমন রয়েছেন যাঁরা মাছ, মাংস, ডিম ছুঁয়েও দেখেন না। আবার অনেকের মধ্যে এসব আমিষ খাবার বেশি খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে এমন নিরামিষ খাবার বেছে নিতে হবে, যা আপনার ওজন কমাবে এবং শরীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ করবে। পাশাপাশি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে। এমন কয়েকটি খাবারের খোঁজ এনেছি আমরা।

পালং শাক- শীতের মরশুমে ওজন কমানোর জন্য পালং শাকের বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। এক কাপ পালং শাকে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফাইবার এবং আরও অন্যান্য মিনারেল ও পুষ্টি রয়েছে। পালং শাক শরীরে রোগের ঝুঁকি কমায় এবং ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শীতে আপনি পালং পনির, পালং শাকের স্যুপ, পালং শাকের চচ্চড়ি ইত্যাদি বানিয়ে খেতে পারেন।

আমন্ড- প্রতিদিন সকালে ৪-৬টি ভেজানো আমন্ড খান। আমন্ডের মধ্যে প্রোটিনের পাশাপাশি অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। এটি স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বক ও মানসিকের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। যোগব্যায়াম শুরু করার আগেও আপনি আমন্ড খেতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকারের ডাল- মুগ, মুসুর, বিউলি, মটর- সব প্রকার ডালে প্রোটিন রয়েছে। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে এক বাটি ডাল আর এক বাটি সবজির তরকারি আপনার শরীরে দৈনিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে দিতে পারে। পাতে আর মাছ, মাংসের প্রয়োজন হবে না। আর সঠিক পরিমাণে খেলে এতে আপনার ওজনও কমে যাবে।

ছোলা- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় খিদে পেলে স্ন্যাকস হিসেবে চিপস, পকোড়ার মতো ভাজাভুজি খাবার খাচ্ছে। এতে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস হিসেবে বেছে নিন ছোলা। কাঁচা ছোলার চাট কিংবা ছোলা ভাজাও আপনি খেতে পারেন। অঙ্কুরিত ছোলা স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী। এতে পটাশিয়াম, ফাইবার, ফোলেট , ফসফরাস রয়েছে যা ওজন ও মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে।

৭ ঘণ্টা বসে থাকলে ঠিক যা যা ঘটতে পারে

ডিজিটাল যুগে জীবন ব্যস্ত হলেও, দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অফিসে চেয়ার-টেবিলে বসে। আবার কাজ শেষে ঘরে ফিরলেও বসেই সময় কাটছে কম্পিউটার বা টেলিভিশন আড্ডায়। আর হাতে স্মার্ট ফোন থাকলে গেইমস নিয়ে কিংবা ফেসবুক নিয়ে বসে চলে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা।

এর ফলে মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকলেও শরীর থাকছে কচ্ছপের মতো মন্থর।

আর আধুনিক চিকিতাবিজ্ঞানে বলা হচ্ছে বেশিক্ষণ বসে থাকা ধূমপানের মতোই ক্ষতিকর। এর ফলে অকাল মৃত্যুও হতে পারে। এই পরিস্থিতির ওপর করা অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘসময় বসে থাকার কারণে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিক-অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ওবেসিটি সলিউশনস ইনিশিয়েটিভ''য়ের পরিচালক ডা. জেমস লিভিন অলস জীবনযাত্রার ক্ষতিকর দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, বসে থাকা ধূমপানের চেয়েও ক্ষতিকর। এটি এইচআইভি ভাইরাসে চেয়েও বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ি, যা প্যারাশুটের চাইতেও বড় বিশ্বাসঘাতক। গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়বেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, যারা দিনে ১৩ ঘণ্টা বা এর বেশি কিংবা কিছুক্ষণের বিরতির পর এক থেকে দেড় ঘণ্টা একটানা বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায় দ্বিগুণ। অপরদিকে যারা একটানা সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা বসে কাটান তাদের অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কম।

আমেরিকান জার্নাল অফ এপিডেমিওলজি''তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানানো হয়, যারা দিনে ছয় ঘণ্টার বেশি সময় বসে থাকেন তাদের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা দিনে যারা তিন ঘণ্টা বা তার কম সময় বসে থাকেন তাদের চাইতে বেশি। এই গবেষণার জন্য ৫৩ হাজার ৪৪০ জন পুরুষ এবং ৬৯ হাজার ৭৭৬ জন নারীকে ১৪ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

তাই সুস্থ থাকতে বসে খাবার খান, আর দীর্ঘক্ষণ না বসে কাজের ফাঁকে চেয়ার থেকে দেহটা তুলে নড়াচড়া করুন।

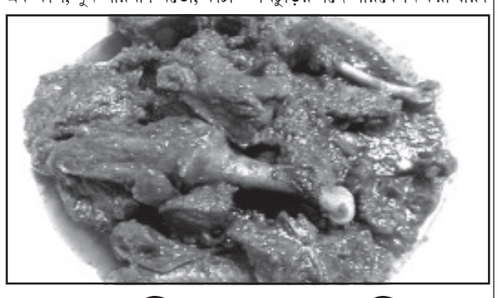

মরশুমি শাক দিয়ে ভেজে নিন পকোড়া

শীত মানেই বাজার জুড়ে পালং শাকের ছড়াছড়ি। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, রোজ পালং শাক খেলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হবে না। পালং শাকের মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে এবং ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো বিভিন্ন মিনারেল রয়েছে। তাছাড়া এই শাক ফাইবার সমৃদ্ধ। সুতরাং, আপনি ডায়াবেটিসের রোগী হোন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগে থাকুন, যে কেউ পালং শাক খেতে পারেন।

আর শীতের রোগ থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম এই শাক। আবার অনেকেই স্বাদের কারণে পালং শাক খেতে চান না। যদিও এই মরশুমে পালং শাকের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে পালং চিকেন, পালং পনির পাত দখল করে থাকে। তবে, পালং শাকের তৈরি খাবার আদতে সুস্বাদু হয়। কিন্তু সব সময় চিকেন, পনির কিংবা পরোটা রাঁধা সম্ভব হয় না। অনেক সময় মুখরোচক খাবার খেতেও ইচ্ছা হয়। সেক্ষেত্রে আপনি বানিয়ে নিতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

ভাজাভুজি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। বেশি পরিমাণে খেলে এতে ওজন বেড়ে যায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও বেড়ে যেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে পালং শাকের পকোড়া খেলে ক্ষতির বদলে আপনার লাভই বেশি। হেঁশেলে থাকা পালং শাক এবং সামান্য কয়েকটি উপকরণ থাকলেই আপনি রেঁধে নিতে পারবেন পালং শাকের পকোড়া। শীতের মরশুমে চা দিয়ে পালং শাকের পকোড়া জমিয়ে দিতে পারে সন্ধ্যের আড্ডা। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে তৈরি করবেন পালং শাকের পকোড়া। পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজন উপকরণ:

২ বাটি তাজা পালং শাক, ১/২ কাপ পেঁয়াজ কুচি, ৪টে কাঁচা লঙ্কা কুচি, ১/৩ চামচ হলুদ, ১/২ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, ১/৩ চামচ হিং, ২ চা চামচ চালের গুঁড়ো, ১ বাটি বেসন, এক চিমটে খাবার সোডা, নুন স্বাদ অনুযায়ী, পরিমাণ মতো জল এবং ভাজার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সর্ষের তেল।

পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার সহজ পদ্ধতি:

তাজা পালং শাক নেবেন। শাক পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন এবং কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার পালং শাকের সঙ্গে একে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, হিং, চালের আটা, বেসন, খাবার সোডা মিশিয়ে দিন। পরিমাণ মতো নুন দেবেন। এবার মিশ্রণটি ঘন করার জন্য পরিমাণ মতো জল দেবেন। জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, যাতে পকোড়ার মিশ্রণ পাতলা না হয়ে যায়। আবার খুব ঘনও না হয়।

এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করুন। যেহেতু পকোড়া ডুবো তেলে ভাজতে হবে। সুতরাং, সেই অনুযায়ী তেল নেবেন। তেল গরম করে তাতে অল্প অল্প করে পালং শাকের মিশ্রণ দিয়ে পকোড়া বানিয়ে নিন। কড়া করে ভেজে নিন। তেল ছেঁকে পকোড়াগুলো টিস্যু পেপারের উপর রাখুন। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবেন। টমেটো সস কিংবা পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন পালং শাকের পকোড়া। বিকালে চায়ের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

শরীরের যাবতীয় টক্সিন এক ঝটকায় টেনে বের করে দেবে এই ৪ পানীয়

সুস্থ থাকতে যেমন শরীরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি প্রয়োজন সেই সঙ্গে ভিটামিন, খনিজ এসবও নিয়ম মাফিক খেতে হবে। এবার বেশি তেলমশলাদার খাবার খেলে চাপ বাড়ে অন্ত্রের উপর। এই সব খাবার থেকে শরীর যেমন সঠিক পরিমাণে পুষ্টি পায় না তেমনই শরীরের ডিটক্সিফিকেশনও ঠিকমতো হয় না। অর্থাতযাবতীয় দূষিত পদার্থ শরীরেই জমতে থাকে।

উল্টোদিকে কোনও শারীরিক সমস্যা থাকলে সেই প্রভাবও পড়ে এই -ডিটক্সিফিকেশনের উপর। কিডনি, ফুসফুস, লিভারের সমস্যা হলে কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হলে তখন চাপ পড়ে ডিটক্সিফিকেশনে। শরীর থেকে যদি সময় মতো বর্জ্য বের না হয় তাহলে চাপ পড়ে শরীরের উপরই। কোলেস্টেরল বাড়ে, হরমোনাল সমস্যা হয়, ঠিক মতো খিদে হয় না, হজমের সমস্যা হয় এবং সঙ্গে ব্রণর সমস্যা তো থাকেই। একই সঙ্গে ডিটক্সিফিকেশন ঠিকভাবে না হলে ঘুম কম হয়। শরীরে ফ্যাটও জমতে থাকে। আর তাই পুষ্টিবিদ দিচ্ছেন বিশেষ পরামর্শ। বাড়িতেই বানিয়ে নিন এই সব ডিটক্স ওয়াটার। এতে শরীরের ডিটক্সিফিকেশন খুব ভাল হয়।

ধনের জল

ইউরিন যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে সেখান থেকেও একাধিক সমস্যা আসতে পারে। আর তাই রোজ সকালে ধনে ভেজানো জল খান। এতে শরীরে ইনসুলিনের উতাদন ঠিক থাকে। একই সঙ্গে লিভার সুস্থ থাকে। যা বিপাকে সাহায্য করে। যদি মূত্রবর্ধক কোনও ওষুধ খান তাহলে ধনের জল খাওয়া একেবারেই চলবে না।

এক চামচ ধনে এক গ্লাস মাপের জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা ছেঁকে খেতে পারেন। এছাড়াও ধনে বীজ জলে ফেলে সিদ্ধ করে ছেঁকে খান। রোজ খালি পেটে খেলে উপকার পাবেন।

আপেল-দারুচিনির জল

আপেল আর দারুচিনি মেটাবলিজম বাড়াতে খুব ভাল কাজ করে। আপেলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে ফ্ল্যাভিনয়েডের খুব ভাল উত হল দারুচিনি। নিয়মিত ভাবে এই দারুচিনির জল খেলে রক্তশর্করা থাকে নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি হৃদরোগ ঠেকাতেও খুব ভাল কাজ করে এই ডিটক্স ওয়াটার। এক বোতল জলে আপেলের স্লাইস আর দারুচিনির টুকরো ফেলে রেখে দিন। ৬ ঘণ্টা ভিজে গেলে তারপর খান।

লেবু-শসার জল

শসা, পুদিনা, আদা, লেবু মিশিয়ে জলে গুলে নিন। এই সব উপাদানই প্রাকৃতিক ভাবে ডিটক্সিফিকেশনের কাজ করে। পুদিনা হজমের জন্য খুবই ভাল। আদা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। আর লেবু পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। শসার মধ্যে ৯৬ জল থাকে। যা শরীরকে হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে। একটা কাঁচের বোতলের মধ্যে শসার স্লাইস, লেবুর স্লাইস, আদা কুচি আর পুদিনা পাতা দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন ৪ ঘন্টা। এরপর তা ছেঁকে খেয়ে নিলেই কাজ হবে।

বিউলির ডালের তড়কা

রুটির সঙ্গে গরম তড়কা যেন অমৃত। সঙ্গে একটু মাখন আর ডিম পড়লে তো কথাই নেই। বিভিন্ন ডালের সংমিশ্রণেই বানানো হয় তড়কা। ভা,তের সঙ্গে সামান্য ডাল হলেই চলে যায় বাঙালির। তেমনই দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। দভিণে যেমন সাম্বার ছাড়া চলে না তেমনই উত্তরে রাজমা।

আবার পাঞ্জাবিরা ডাল, রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুগ সূপে ইক্ষুরস, মসরি মিশ্রিত মাস এসবেরই উল্লেখ রয়েছে। সেখান থেকেই আসে তড়কার ডালের ধারণা। বিভিন্ন জায়গায় ডাল এক একভাবে রান্না করা হয়। সব জায়গায় ডালে আবার ভিন্ন ফোড়নও ব্যবহার করা হয়। মুগ, ছোলা, অড়হড়, রাজমা এসব একসঙ্গে মিশিয়ে তড়কার ডাল বানানো হয়। তবে ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়েছেন কি? ছোলার ডাল ভালো করে বেছে ধুয়ে নিন। এরপরে ডালে জল, নুন, হলুদ গুঁড়ো, আদা কুচি দিয়ে সেদ্ধ করুন। ডাল নরম হয়ে আসলে চিনি আর নারকেল ভাজা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ রান্না করুন। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে নিন। তারপর এতে গোটা সরষে, শুকনো লঙ্কা, কারিপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। এবারে এর মধ্যে ছোলার ডাল দিন। ফুটে উঠলে গ্যাস বন্ধ করে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে খেতে খুব ভাল লাগে এই ছোলার ডালের তড়কা। পরিবেশনের আগে বাদাম ভেজে ছড়িয়ে দিলেও দারুণ লাগে খেতে। নিরামিষ দিনে বানিয়ে নিন এই স্পেশ্যাল তড়কা।

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কলা খাওয়া উচিত নয়

একটি ভালো দিনের শুরুর জন্য সকালের খাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।এই বিশেষ সময়ে পেট ভরে খেতে হয় পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায়, সকালে খুবই কম খাওয়া হয়।তবে সে ক্ষেত্রে কোলা খেতে পারেন।কারণ কলা নিঃসন্দেহে খুবই স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। কলা হৃদরোগ দূরে রাখে, ক্লান্তি দূর করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, ডিপ্রেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুক জ্বালাপোড়া কমায় ও শরীর ঠাণ্ডা করে।

এতে আয়রন বেশি থাকার কারণে তা অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফাইবার থাকে এতে, ফলে অনেকটা সময় ক্ষুধা কম থাকে। প্রতিদিনই খাওয়া উচিত কলা। কিন্তু তা খালি পেটে খাওয়া আসলে ঠিক নয়। কারণগুলো হলো-

১। কলায় প্রচুর চিনি থাকে, যা কয়েক ঘণ্টা পর আপনার ক্লান্তির কারণ হতে পারে

২। কলা খাওয়ার পর আপনার ঘুম ঘুম পেতে পারে

৩। কলা খাওয়ার পর এসিডিটির সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে খালি পেটে খেলে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, সকালে খালি পেটে কলা ও অন্যান্য ফল খাওয়া উচিত নয়। আর বর্তমানে আমরা যেসব ফল খাই তার বেশিরভাগেই রাসায়নিক উপস্থিত। তাই এগুলো সকাল সকাল খাওয়া যাবে না

সোমবার মেয়র দীপক মজুমদার কাটি টিলা এলাকা পরিদর্শন করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং পিএমএমএসওয়াই-এর অধীনে সিকিমে জৈব মৎস্য ক্লাস্টারের সূচনা করেন

গুয়াহাটি, ৬ জানুয়ারি ২০২৫।। "উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বৈঠক ২০২৫"-এর অংশ হিসাবে, কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং আজ সিকিমের সোরেং জেলায় একটি জৈব মৎস্য ক্লাস্টার এর সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ান এবং প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এসপি সিং বাঘেল। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার (পিএমএমএসওয়াই) অধীনে এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুস্থায়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব মৎস্যচাষের প্রসারে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আজ আসামের গুয়াহাটিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি মৎস্য খাতে সুস্থায়ী উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির একটি নিদর্শন। জৈব মৎস্য ক্লাস্টারটি জৈব মাছ চাষে সিকিমের অগ্রণী খ্যাতির সাযুজ্যপূর্ণ, যা সুস্থায়ী এবং পরিবেশ বান্ধব মৎস চাষের ক্ষেত্রে সিকিমের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে।

জৈব মৎস্য ক্লাস্টার ক্ষতিকারক রাসায়নিক, অ্যান্টিবায়োটিক এবং কীটনাশক ব্যবহারকে এড়িয়ে পরিবেশগতভাবে স্বাস্থ্যকর মাছ চাষ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে থাকে। এটি ন্যূনতম মাত্রার পরিবেশ দূষণওরোধ নিশ্চিত করে থাকে এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি রোধ করে, দীর্ঘমেয়াদী মাছ উৎপাদন অনুশীলনে ভূমিকা রাখে। জৈব পণ্যগুলি সাধারণত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারের প্রধান আকর্ষণ। একটি জৈব জলজ চাষ ক্লাস্টার প্রতিষ্ঠা করে, সিকিম এই ক্রমবর্ধমান মাছের বাজার এবং জৈব মাছ এবং মাছের পণ্য রফতানি করতে পারে। সিকিমের একটি জৈব মৎস্য চাষ এবং জলজ চাষ ক্লাস্টার অন্যান্য কার্পের সাথে আমুর কার্পের উপর বিশেষ নজর দিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক সুবিধা প্রদান করবে। জৈব মাছ চাষকে ইতিমধ্যে সফল জৈব চাষের কাঠামোতে সংহত করে, সিকিম সুস্থায়ী জলজ চাষের অগ্রদূত হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারে। এটি কেবল রাজ্যের কৃষি অর্থনীতিকেই উন্নত করবে না বরং স্থায়ী, পরিবেশ-বান্ধব খাদ্য উৎপাদনের প্রতি বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনেও অবদান রাখতে পারে।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড) হল সিকিমের মৎস্য ও জলজ চাষ জৈব ক্লাস্টার বিকাশের মূল অংশীদার। নাবার্ড প্রয়োজনীয় মৎস্য পরিকাঠামো এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি, মৎস্যজীবীদের সমবায়গুলিকে যুক্ত করবে এবং রাজ্যে মৎস্য-ভিত্তিক কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফএফপিও) গঠনের মাধ্যমে জৈব ক্লাস্টারের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এই উদ্যোগটি জলজ চাষ পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে, সিকিমের ঠান্ডা জলের মৎস্যচাষের ব্র্যান্ডিং, পর্যটনকে আকর্ষণ করার পাশাপাশি মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে, স্থানীয় মৎস্যজীবী এবং মাছ চাষীদের ক্ষমতায়ন করবে এবং সিকিম রাজ্যে মৎস্য খাতে স্থায়ী বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে।

সিকিমে জৈব মৎস্য ক্লাস্টারের সূচনা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে সুস্থায়ী মৎস্যচাষ বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। পিএমএমএসওয়াই-এর অধীনে ক্লাস্টার-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে, মৎস্য বিভাগের লক্ষ্য হল এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকে আরও বাড়ানো, মূল্য শৃঙ্খলের ফাঁকগুলি মোকাবেলা করা এবং মৎস্য খাতকে উদ্ভাবনের দিকে চালিত করা।

মৎস্য অধিদপ্তরের ক্লাস্টার ভিত্তিক পদ্ধতি :

ভারতে মৎস্য খাতের সুস্থায়ী ও দায়িত্বশীল উন্নয়নের মাধ্যমে নীল বিপ্লব নিয়ে আসার একটি প্রকল্প হল প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পি.এম.এমএস.ওয়াই), যা মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের মৎস্য বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। অর্থনীতির উন্নয়নের সুবিধার্থে, আয় বাড়াতে, একটি সংগঠিত পদ্ধতিতে মৎস্য ও জলজ চাষের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করতে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি (ইউটি) মৎস্য খাতের প্রতিযোগিতাকে বাড়ানোর জন্য একটি ক্লাস্টার-ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করে।

এই ক্লাস্টার-ভিত্তিক পদ্ধতি মাছ উৎপাদন করা থেকে শুরু করে রফতানি পর্যন্ত সমগ্র মৎস্য মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহত্তর সমস্ত আকারের ভৌগলিকভাবে সংযুক্ত উদ্যোগগুলিকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে। এই সহযোগিতামূলক মডেলটি শক্তিশালী সংযোগের মাধ্যমে আর্থিক কার্যকারিতাকে উন্নত করে, ভ্যালু চেইনের ফাঁকগুলি সমাধান করে এবং নতুন ব্যবসার সুযোগ এবং জীবিকা তৈরি করে।

অংশীদারিত্ব এবং সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে এর লক্ষ্য হল ব্যয় হ্রাস করা, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং সুস্থায়ী অনুশীলনগুলিকে সহযোগিতা করা।

মৎস্য অধিদপ্তর খাতভিত্তিক ও অবস্থানগত চাহিদা অনুযায়ী মুক্তা, সামুদ্রিক শৈবাল, শোভাবর্ধনকারী মাছ, জলাধার মাছ, মৎস্য আহরণ, লবণাক্ত জলের মাছচাষ, ঠান্ডা জলে মাছ চাষ, সামুদ্রিক খাঁচা চাষ, মিষ্টি জলের মাছ চাষ, দ্বীপ মৎস্য ক্লাস্টার, জৈব মৎস্য, জলাভূমি মৎস্য চাষ এবং অন্যান্য অঞ্চল সহ মূল ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্লাস্টার হিসাবে ক্লাস্টার-ভিত্তিক উন্নয়নের কৌশলগত নজর প্রদানের বিষয়টি নিয়ে ভাবছে। এই ক্লাস্টারগুলি মাছ ও জলজ চাষের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য মৎস্যজীবী, উদ্যোগপতি ব্যক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি), যৌথ দায়বদ্ধতা গোষ্ঠী (জেএলজি), মৎস্য কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফএফপিও), মৎস্য কৃষক, প্রসেসর, পরিবহনকারী, খুচরা বিক্রেতা, পাইকারি বিক্রেতা, উপভোক্তা, সমবায়, মৎস্য স্টার্ট-আপ এবং অন্যান্য সংস্থার মতো বিভিন্ন ভ্যালু চেইন স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভারত সরকারের মৎস্য বিভাগ ইতিমধ্যে চারটি মৎস্য সম্পর্কিত ক্লাস্টারকে যুক্ত করেছে। এগুলো যেমন ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় পার্ল ক্লাস্টার, তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার অর্নামেন্টাল ফিস ক্লাস্টার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপের সামুদ্রিক শৈবাল এবং আন্দামান ও নিকোবরের টুনা ক্লাস্টার।

"কে কী বললেন, আমার ঘোড়ার ডিম" নেতাজি-মমতা তুলনার বিতর্কে তোপ কুণালের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আলাদা দল করেও দলীয় রাজনীতিতে সফল হতে পারেননি। তিনি ঐতিহাসিক বিপ্লবী। সংসদীয় রাজনীতিতে দল গড়ে ব্যর্থ হয়েছেন।"

রবিবার এই মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সোমবার সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজের মন্তব্যে অনড় থাকলেন। নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা জানিয়ে বলেন, কে কী বললেন তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না।

তোলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, "প্রণব মুখোপাধ্যায়ও দল গড়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বাংলার মাটিতে যদি আলাদা দল করে কেউ সফল হয়েছেন, তাহলে তিনি একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বিতর্ক তৈরি হতেই নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন কুণাল। তাঁর বক্তব্য, "দল থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মায় দল তৈরি করে মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া। এই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা ভুল ছিল। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কথাটা বলেছি।

কুণালের ব্যাখ্যা, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশবরেণ্য, আন্তর্জাতিক নায়ক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রথম প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত হওয়ার কথা। আজাদ হিন্দ সরকার তিনি গঠন করেছিলেন। ৬টা দেশ তাকে স্বীকৃত দিয়েছিল। যতদিনের জন্যই হোক, হয়েছিলেন তো। তাঁর সেই পার্টটা- স্বাধীনতাযোদ্ধা, বিপ্লবী, দেশনায়ক নেতাজি সেটা আলাদা।"

এরপরই মমতার সাফল্যের কথা তুলে ধরে তাঁর ব্যাখ্যা, "এবার আসুন, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাঁরা দল গঠন করেছেন। সেটা সুভাষচন্দ্র বসু বলুন কিংবা প্রণব মুখোপাধ্যায়।

কেউ সফল হননি। নেতাজি ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছেন। প্রণববাবু একটি দল করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র নেত্রী বাংলার বুকে, যিনি একক ক্যারিশ্মায় দল থেকে বেরনোর পর কিংবা বহিষ্কারের পর, একক কৃতিত্বে সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন। জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছেন। আবার বাংলায় পরপর তিনবার সরকার গঠন করেছেন। চতুর্থবার হবে।"

কুণালের দাবি, আমি এই তুলনাটা করেছি।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা প্রণব মুখোপাধ্যায়, তাঁরা নিজের জায়গায় আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্ব। কিন্তু, একা দল গড়ে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে ছাপ ফেলা, এটায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক নম্বর। আমি ভুলটা কী বলেছি? এবার আমায় কে কী বললেন, আমার ঘোড়ার ডিম।

"সামান্য প্রতিভাও যদি ভুল করে জন্ম নিয়ে নেয়, তাদের দেশান্তরী হতে হয়", কটাক্ষ তসলিমার

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশকে নিয়ে ফের কটাক্ষ করলেন তসলিমা নাসরিন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "কাউকে ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হওয়ার বেদনা বইতে হতো না। বাংলা হয়ে উঠতো সত্যিকারের সোনার বাংলা।"

রবিবার এক্স হ্যান্ডলে তাঁর এই বার্তায় সোমবার সকাল ৯ টা ৫০ পর্যন্ত লাইক, প্রতিক্রিয়া ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ২০০, ৫০ ও ৩১৮। তিনি লিখেছেন, "পূর্ব বাংলার মাটি কী আশ্চর্য স্বর্ণগর্ভা মাটি! এই মাটিকে প্রণাম না করে থাকা যায় না। অসাধারণ সব বড় কবি, বড় সাহিত্যিক, বড় চিত্রকর, বড় নাট্যকার, বড় শিল্পী, বড় চলচ্চিত্র নির্মাতা, বড় রাজনীতিক, বড় দার্শনিক, বড় গবেষক, বড় মনীষী, বড় বিজ্ঞানী জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গে। দেশভাগ এবং হিন্দুবিদ্বেষ তাঁদের নিয়ে ফেলেছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। যদি বহিরাগত মুসলমানকে ভারতবর্ষে ঢুকতে না দেওয়া হতো, অথবা যদি বহিরাগত মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে ঢুকতে বাধা দেওয়া হতো, তাহলে বাঙালিকে ধর্মান্তরিত হতে হতো না। পূর্ববঙ্গ থেকে হাজারো প্রতিভাকে বিদেয় নিতে হতো না। আজ পূর্ববঙ্গ নিঃস্ব। প্রতিভাহীন জন্বিরা আস্ফালন করে বেড়ায়। লক্ষ লক্ষ ঘৃণাজীবী জন্মায় প্রতিদিন। সামান্য প্রতিভাও যদি ভুল করে জন্ম নিয়ে নেয়, তাদের দেশান্তরী হতে হয়। এই পূর্ববঙ্গ কার অভিশাপে আজ দোযখের আগুন হয়ে উঠেছে?"

হিন্দুদের উপর হামলায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): হিন্দুদের উপর হামলার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ নিয়ে সরব হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

এক্সবার্তায় রবিবার রাতে তিনি লিখেছেন, "মুর্শিদাবাদের নওদা থানার অন্তর্গত সর্বাঙ্গপুর গ্রামে, তারা কালী পূজা আট বছর ধরে চলছে। সেটির বিসর্জন মিছিলের সময় টিএমসি ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ গুলি চালায়। একজনের বুকে গুলি লাগে। দিবালোকে গুলির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ এখনও তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পরিবর্তে, হিন্দুদের প্রতিবাদে বাধা দিতে পুলিশ বাধা সৃষ্টি করছে, ভিন্নমত দমন করতে হিন্দু পাড়ায় টহল দিচ্ছে।

মুর্শিদাবাদের পুলিশ কর্মকর্তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে 'পশ্চিম বাংলাদেশে' পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। একদিকে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের অবাধ প্রবাহ, অন্যদিকে হিন্দুদের উপর হামলার সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা।"

মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা, ট্রেন চলাচল ব্যাহত

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে মেট্রো লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটল। তার জেরে সোমবার ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ) বিপর্যস্ত হয় মেট্রো পরিষেবা।

জানা গিয়েছে, বেলা ১২ টার পর চাঁদনি স্টেশনের আপ লাইনে দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেনের সামনে আচমকাই লাফ মারেন এক ব্যক্তি। আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় ময়দান থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। পর পর ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনার পরে দ্রুত স্টেশন খালি করে দেওয়া হয়। তাঁকে উদ্ধার করতে তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রাকেশ কুমার বলেন, "চাঁদনি চক স্টেশনে এক জন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সাময়িকভাবে কবি সুভাষ ও ময়দান এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্কের মধ্যে মেট্রো চলাচল করে।"

"মানবতার কল্যাণে তাঁর নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা আমাদের অনুপ্রাণিত করে", শিখ গুরুকে শ্রদ্ধা দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): গুরু গোবিন্দ সিং জির পবিত্র প্রকাশ পর্ব উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "মানবতার কল্যাণে তাঁর নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। গুরু গোবিন্দ সিং জি সর্বদা সমতা ও ন্যায়বিচারের পক্ষে ছিলেন। তাঁর নিরন্তর শিক্ষা আমাদেরকে ধার্মিকতা, শান্তি এবং সম্প্রীতির পথে পরিচালিত করুক।"

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের মহিলা ওডিআই স্কোয়াড ঘোষণা, নেতৃত্বে স্মৃতি মান্ধানা

রাজকোট, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজকোটের নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়ামে ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ৩ ম্যাচের সিরিজের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হিসেবে সোমবার স্মৃতি মান্ধানাকে মনোনীত করা হয়েছে। হরমনপ্রীত কউরকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে রেনুকা সিংহ ঠাকুরকেও এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

ভারত স্কোয়াড:

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), দীপ্তি শর্মা, প্রতিকা রাওয়াল, হারলিন দেওল, জেমিমাহ রড্রিগস, উমা চেত্রি (উইকেট রক্ষক), রিচা ঘোষ (উইকেট রক্ষক), তেজাল হাসাবনিস, রাঘবী বিস্ত, মিন্নু মানি, প্রিয়া মিশ্র, তনুজা কানওয়ার, তিতাস সাধু, সায়মা ঠাকুর, সায়ালি সাতঘরে।

১৮ বছর পর পাকিস্তানে প্রথম টেস্ট সিরিজ খেলতে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ইসলামাবাদ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ১৮ বছর পর পাকিস্তানে তাদের প্রথম টেস্ট সিরিজ খেলতে সোমবার ইসলামাবাদে পৌঁছেছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে পাকিস্তান সফরে গিয়ে একটি টেস্ট সিরিজ খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৭ জানুয়ারি মুলতানে এবং একই স্থানে ২৫ জানুয়ারি শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) এর বর্তমান চক্রে উভয় দল পয়েন্ট টেবিলের নিচের অর্ধে অবস্থান করছে এবং সিরিজটি তাদের কার্যভার শেষ করবে।

স্কোয়াড :

ক্রেগ ব্র্যাথওয়েট (অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানাজে, কেসি কার্টি, জোশুয়া দা সিলভা, জাস্টিন গ্রিভস, কাভেম হজ, টেভিন ইমলাচ, আমির জাঙ্গু, মিকাইল লুই, গুদাকেশ মোতি, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, কেমার রোচ, জেডেন সিলস, কেভিন সিনক্লেয়ার এবং জোমেল ওয়ারিকান।

মহাকুম্ভে এসে পৌঁছলেন মহন্ত রাজ গিরি নাগা বাবা, সঙ্গী সেই কমলা রঙের অ্যাম্বাসেডর

প্রয়াগরাজ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): মহন্ত রাজ গিরি নাগা বাবা, যিনি অ্যাম্বাসেডর বাবা নামেও পরিচিত, সোমবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে এসে পৌঁছেছেন। নিজের বাহনে বসে মহন্ত রাজ গিরি নাগা বাবা বলেছেন, 'আমি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে এসেছি। আমি এই গাড়িতে ৪ বার কুম্ভ মেলায় গিয়েছি। এই গাড়িতে আমি যেখানে খুশি পাড়ি দিই। এটি আমার বাড়ি। এটি একটি ১৯৭২ মডেলের গাড়ি এবং আমার কাছে এটি গত ৩৫ বছর ধরে আছে।'

এছাড়াও দিগম্বর হরিবংশ গিরি, যিনি গত ৫ বছর ধরে নিজের হাত তুলে রেখেছেন এবং মোট ১২ বছর ধরে একইভাবে হাত তুলে রাখার সংকল্প করেছেন, তিনিও মহাকুম্ভে এসে পৌঁছেছেন।

ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা তলানিতে, ট্রাক ও ডিসিএম-এর মধ্যে সংঘর্ষ, আহত দুই

লখনউ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের লখনউতে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা ছিল তলানিতে। এর ফলে একটি দ্রুতগামী ট্রাক ও একটি ডিসিএম-এর মধ্যে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের ফলে চালক এবং সহকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়ি সরিয়ে নেয় পুলিশ। ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা সচল করা হয় বলে জানা গেছে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIT No.: OG/TF/PD/AMC/2024-25 dt. 27-12-2024

The Executive Engineer, Planning Division, Agartala Municipal Corporation, Tripura on behalf of the 'Hon'ble Mayor, invites online percentage rate e-tender for the following work:

1.Name of work: Proposed construction of 50-bedded urban CHC at Jackson Gate, Agartala, Tripura (West) 2nd call.
2. Estimated Cost: Rs. 5,33,65,563.00
3. Earnest Money: Rs. 10,67,500.00
4. Last date & time for online Bidding: 17-01-2025 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.goy.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e- tender

PNIe-T- No: 14/EE/DIV-I/AMC/2024-25 **Dated:- 03/12/2024**

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No.20/EE/DIV-I/AMC/2024-25	1,44,29,229	2,88,585	120(One hundred twenty) Days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 09-01-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 09-01-2025 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

PNIe-T- No: 12/DIV-II/AMC/2024-25 **Dated:- 31/12/2024**

Sl No.	D.N.I.e-T No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.37/Div-II/AMC/2024-25	16,72,266.00	33,445.00	90(Ninety) Days
2	DNIeT No.38/Div-II/AMC/2024-25	32,80,081.00	65,602.00	120(One hundred twenty) Days
3	DNIeT No.39/Div-II/AMC/2024-25	22,50,997.00	45,020.00	120(One hundred twenty) Days
4	DNIeT No.40/Div-II/AMC/2024-25	11,97,693.00	23,954.00	90(Ninety) Days
5	DNIeT No.41/Div-II/AMC/2024-25	8,39,352.00	16,787.00	90(Ninety) Days
6	DNIeT No.42/Div-II/AMC/2024-25	10,67,818.00	21,356.00	90(Ninety) Days

Last date and necessary for document downloading / bidding: 15-01-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division No-II
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

PNIe-T- No: 11/DIV-II/AMC/2024-25 **Dated:- 27/12/2024**

Sl No.	D.N.I.e-T No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.30/Div-II/AMC/2024-25	9,47,188.00	18,944.00	90(Ninety) Days
2	DNIeT No.31/Div-II/AMC/2024-25	10,06,318.00	20,126.00	90(Ninety) Days
3	DNIeT No.32/Div-II/AMC/2024-25	27,75,496.00	55,510.00	120(One hundred twenty) Days
4	DNIeT No.33/Div-II/AMC/2024-25	4,50,116.00	9,022.00	90(Ninety) Days
5	DNIeT No.34/Div-II/AMC/2024-25	8,74,050.00	17,481.00	90(Ninety) Days
6	DNIeT No.35/Div-II/AMC/2024-25	8,80,711.00	17,614.00	90(Ninety) Days

Last date and time for document downloading / bidding: 13-01-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
Division No-II
Agartala Municipal Corporation.

নয়া তিনটি ফৌজদারি আইনের উপরে বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ করল ত্রিপুরাইনফো ডটকম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: ত্রিপুরা ইনফো ডটকম প্রকাশিত আরও একটি বই আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পেল। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে রাজ্যের অসাধারণ বেশ কয়েকজন গুণী মানুষের সাহায্য ও পরামর্শে বইটি লেখা হয়েছে। এবং আজ সকালে ত্রিপুরাইনফো-র লিচুবাগান অফিসে সমাজের বেশ কয়েক জন অনন্য সাধারণ মানুষের হাত ধরে বইটির আবরন উন্মচিত হয়েছে।ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩-এর মূল আইন থেকে নেওয়া সারাংশ রয়েছে এই বইটিতে। পাঠকরা নয়া তিনটি ফৌজদারি আইন সম্পর্কে বাংলা ভাষায় সহজভাবে একটা সম্যক ধারনা যাতে পেয়ে যেতে পারে মূলত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলা ভাষায় বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। বইটির প্রকাশনায় ত্রিপুরা পুলিশ, সাংবাদিক ও আইনী পেশার সাথে জড়িতদের বেশ কয়েকজনের সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।এদের মধ্যে রয়েছেন এসসি দাস, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও চেয়ারপার্সন, ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন ও চেয়ারপার্সন, ত্রিপুরা নাশা বোর্ড, ড. বি কে কিলিকদার, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক (টি জে এস), ও লোকাযুক্ত ত্রিপুরা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, ও প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল, সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে, শেখর দত্ত, বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও মুখ্য সম্পাদক, ত্রিপুরাইনফো ডটকম, সঞ্জীব দেব, বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও সম্পাদক, নর্থ ইস্ট কালার্স, কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, আই পি এস, ডিআইজি (ক্রাইম ও ইন্টেলিজেন্স), সুব্রত সরকার, সিনিয়র এডভোকেট, মধুমিতা ভট্টাচার্য, এডভোকেট ও মেম্বার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি সিপাহীজলা জেলা।বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিচারপতি অরিন্দম লোধ এবং নয়া তিনটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে এই বইটি পুলিশ সহ রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের বিশেষ ভাবে কাজে আসবে উল্লেখ করে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি অমিতাভ রঞ্জন।আজ সকালে বইটির আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বেশ কয়েকজন অনন্য সাধারণ স্বনামধন্য গুনী ব্যক্তিত্ব। এদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট কবি তথা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার মৃণাল কান্তিপন্ডিত, সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ফ্রন্ডস ইলেক্ট্রনিকস ইনস্টিটিউট এর অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী এবং রাজ্যের একজন জনপ্রিয় টি ভি প্রেজেন্টার তথা অনুষ্ঠান সঞ্চালক সঞ্চিতা রাহা।বইটির সম্পাদক জয়ন্ত দেবনাথ বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে জানিয়েছেন, নয়া তিনটি ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জানতে বাংলা ভাষী সব অংশের মানুষ এই বইটি থেকে উপকৃত হবেন। বিশেষ করে আরক্ষা ও কারা বিভাগের নীচু স্তরের কর্মীদের থেকে শুরু করে পুলিশের এস আই, এ এস আই, কনস্টেবল এবং বাংলা ভাষী তরুণ আইনজীবী ও আইনের ছাত্রদের জন্য বইটি বিশেষ ভাবে কাজে লাগবে যারা দেশের নতুন তিনটি আইন সম্পর্কে বুঝতে আগ্রহী।

দাবি পটকা

● প্রথম পাতার পর

বিস্ফোরণের আওয়াজে তপন শীল এর কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন গ্রেপ্তার নেই।

আজ সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য প্রণব দেববর্মা, মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ, বড়জলা কেন্দ্রের বিধায়ক

সুদীপ সরকার, বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক নয়ন সরকার সহ পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তপন শীলের বাড়িতে গিয়ে ঘটনা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। এদিন দলীয় নেতৃবৃন্দরা ওই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা হীনতার উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি রাজ্যে আইনের শাসন কায়েম করার দাবি জানান তাঁরা। পাশাপাশি শান্তিকামী জনগণকে এই আক্রমণের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহাকুম্ভে পৌঁছলেন রুদ্রাক্ষ বাবা গীতানন্দ গিরি, মাথায় ধারণ করেছেন ৪৫ কেজির রুদ্রাক্ষ

প্রয়াগরাজ, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে এসে পৌঁছেছেন গীতানন্দ গিরি মহারাজ। যিনি রুদ্রাক্ষ বাবা নামেও পরিচিত। জানা যায়, গত ৬ বছর ধরে মাথায় প্রায় দুলক্ষরও বেশি রুদ্রাক্ষ পরে আছেন তিনি। এর ওজন প্রায় ৪৫ কেজি। শুধু তাই নয়, তাঁর সারা শরীরেই রয়েছে রুদ্রাক্ষ। তাঁর পোশাকও তৈরি রুদ্রাক্ষ দিয়ে। গীতানন্দ গিরি মহারাজ হাতেও প্রচুর রুদ্রাক্ষ পরে রয়েছেন। রুদ্রাক্ষ বাবা বলেন যে, রুদ্রাক্ষের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে।

হরিয়ানার আবাহন আখড়ার সম্পাদক গীতানন্দ গিরি মহারাজ তথা রুদ্রাক্ষ বাবা বলেন, রুদ্রাক্ষ ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। প্রতিটি রুদ্রাক্ষের একটি নির্দিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। রুদ্রাক্ষ কেবল সাধকদের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক নয়, রুদ্রাক্ষ পরলে মানসিক শান্তি, স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং ইতিবাচক শক্তি পাওয়া যায়।

আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পাচ্ছে অনুরূপা দেবীর 'মা'—এর ইংরেজি অনুবাদ

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): যে দু-তিনজন মহিলা লেখিকা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অনুরূপার পৌত্রী অধ্যাপক সংযুক্তা ব্যানার্জি ভট্টাচার্য 'মা' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। আগামী ১৮ জানুয়ারি (শনিবার) ক্যালকাটা ক্লাবে বইটার প্রকাশ অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে একটা আলোচনাসভা আয়োজিত হবে।

বইটি বার করেছে রূপা পাবলিকেশনস। হয়তো বাংলার বাইরের যাঁরা উনবিংশ-বিংশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে উৎসুক কিন্তু ভাষাটা তেমনভাবে জানা নেই তাঁরা সংযুক্তার এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে অনুরূপা দেবীর সাহিত্যকীর্তির একটা পরিচয় পাবেন। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপার বেশ কিছু উপন্যাস - মা, মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, পথের সাথী প্রভৃতি - সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, কিছু উপন্যাসকে নিয়ে চলচ্চিত্রও হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে "মা" উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কানন দেবী। পরবর্তীতে ১৯৩৬—এ সিনেমাটার হিন্দি সংস্করণও তৈরি হয়।

বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা অনুরূপার সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে ঠিক তেমনভাবে পরিচিত নয়, যদিও তাঁকে বাংলার প্রথম যুগের নারীবাদী লেখিকা বললে অত্যুক্তি হয় না। সংযুক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভাগীয় প্রধান।

শনিবারের আলোচনাসভায় অংশ নেওয়ার কথা কলকাতার আলিপুর সংগ্রহশালার অধিকর্তা জয়ন্ত সেনগুপ্ত, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপিকা ডঃ মধুরা ডামলে ও শ্রীমন্তী মুখার্জি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন ডিন, 'ফুলব্রাইট ফেলো' ডঃ সংযুক্তা দাশগুপ্তর।

দুর্গাপুরের আবাসনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনল দমকল

দুর্গাপুর, ৬ জানুয়ারি (হি.স.) : দুর্গাপুরের সেইলের ডিএসপির স্টিল টাউনশিপের কনিষ্ক রোডের ১/১২৬ নম্বর আবাসনে সোমবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকল বাহিনী এবং দুর্গাপুর থানার পুলিশ। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। স্থানীয় লোকজন জানান, সকালে আবাসনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন প্রতিবেশীরা। আবাসনের ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। তারপরই দমকল বাহিনী ও পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

দমকল সূত্রে খবর, সোমবার সকালে দুর্গাপুরের ডিএসপির দ্বিতলে বন্ধ ঘরে আগুন লাগে। এক আধিকারিক জানান, ডিএসপির দ্বিতল ওই আবাসনটি যাঁদের, তাঁদের দুই ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁরা ওই আবাসনে থাকেন না। দীর্ঘদিন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। আগুন নেভানোর সময় আবাসনের পিছনের দিকে একটি জানালার গ্রিল ভাঙা অবস্থায় নজরে পড়ে দমকলকর্মীদের। প্রশ্ন, বন্ধ আবাসনে আগুন কীভাবে লাগল। পিছনের জানলা ভেঙে কি দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢুকেছিল? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলা ও ইংরেজি, দু'ভাষাতেই বিশেষভাবে জোর দেওয়ার আর্জি শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): "বাংলা বনাম ইংরেজির দ্বন্দ্বের কোনও স্থান নেই। শিক্ষা এবং পেশাগতভাবে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে দু'ভাষাতেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন।" রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সোমবার চেতলা বয়েজ হাই স্কুলের ১১৪তম বর্ষে ইংরেজি মাধ্যমের পড়াশোনা চালুর অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।"

সোমবার অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর স্বাগত ভাষণ দেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভ্র চক্রবর্তী। তিনি জানান, স্কুলটিকে বর্তমানে সোলার প্যানেল, ডিজিটাল মার্কবোর্ড, পড়ুয়াদের ডিজিটাল লগইন কার্ড সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় ঘণ্টা, স্কুলের বিভিন্ন অংশে এয়ার কন্ডিশনার-সহ একাধিক পরিকাঠামোয় সাজানো হয়েছে। এ ছাড়া খেলার জন্য স্কুলের লনটিকেও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, ১৯১১ সাল থেকে শুরু হওয়া এই স্কুল ২০২৫-এর শুরুতে দাঁড়িয়ে কতটা এগিয়েছে, স্কুলে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি, ইংরেজি মাধ্যমের পঠনপাঠন শুরু করা কেন প্রয়োজন এমন নানা বিষয়।

এই স্কুলের প্রাক্তনীদের তালিকায় রয়েছেন সাহিত্যিক বিমল মিত্র, সুরকার জগন্ময় মিত্র, প্রয়াত সুরকার এবং সঙ্গীতশিল্পী বাপ্পি লাহিড়ী, সঙ্গীতশিল্পী অনুপ ঘোষাল-সহ অনেকেই।

প্রসঙ্গত, পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যমের পঠনপাঠন শুরু হতে চলেছে ৭ জানুয়ারি থেকে। তবে সরকারিভাবে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের অনুমতি মিলেছে। ভর্তি হয়েছে ১০০-র বেশি পড়ুয়া।

'এরো ইন্ডিয়া ২০২৫'

● আটের পাতার পর

২০২৫'-এ ভারতীয় স্টার্ট-আপগুলির ওপর আলোকপাত করা হবে। তাদের দ্বারা নির্মিত নানা প্রযুক্তি এবং পণ্য প্রদর্শিত হবে শুধুমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট আইডেক্স প্যাভিলিয়নে। এছাড়া, চিত্তাকর্ষক এরোবেটিক প্রদর্শনী এবং লাইভ প্রযুক্তির প্রদর্শন করা হবে যার থেকে বোঝা যাবে আধুনিক এরোস্পেস প্ল্যাটফর্ম এবং প্রযুক্তির সম্ভাবনার দিকটি।

এরো ইন্ডিয়া সারা বিশ্বে একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বেঙ্গালুরুতে ১৯৯৬ থেকে সফলভাবে ১৪টি প্রদর্শনী হয়েছে। গত সংস্করণে মাইলফলক অর্জন করা গেছে যেখানে ৭ লক্ষের ওপর দর্শক, ৯৮টি দেশের প্রতিনিধি এবং ৮০৯ জন প্রদর্শক যোগ দেন। ২০১টি সমঝোতা সহ ২৫০টির বেশি অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদিত হয়, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘোষণা করা হয়। নতুন পণ্য বাজারজাত হয়। ৭৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রযুক্তি হস্তান্তরিত হয়। ২০২৫ সংস্করণের লক্ষ্য ওই সাফল্যকে পেরিয়ে যাওয়া এবং আরও বড় লক্ষ্য অর্জন করা।"

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিএসসি নার্সিং পাঠরত দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান নার্সিং কলেজের টিউটর সুতপা চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ বিএসসি নার্সিং পাঠরত ৪৯ জন ছাত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে আলোক প্রজ্জ্বলন ও শপথ গ্রহণের মাধ্যমে এই কোর্সের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে যাচ্ছে। গত বছর নার্সিং পাঠরত প্রথম ব্যাচের ৪৮ জন ছাত্রী এই কোর্সে যুক্ত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৫০ সালে স্থাপিত নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটি রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের অধীনে আসে।

২০০৫ সালে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের ক্যাম্পাসে একটি হোস্টেল স্থাপন করা হয়। ২০২০ সালে এই ইনস্টিটিউটটি আইজিএম হাসপাতালের নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন আলাদা আলাদা হোস্টেলও নির্মাণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ সমস্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং পরিকাঠামো দিয়ে সুসজ্জিত, নার্সিং কলেজে স্মার্ট ক্লাসের সুবিধা ছাড়াও উন্নত প্রযুক্তিগত ল্যাবরেটরি যেমন, ফাউন্ডেশন ল্যাব, অ্যাডভান্সড নার্সিং ল্যাব, পেডিয়াট্রিক ল্যাব, মিডওয়াইফেরি ল্যাব, কমিউনিটি ল্যাব, নিউট্রিশন ল্যাব সহ সিমুলেটেড ইউনিট রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্যে বর্তমানে দুটি মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, ডেন্টাল কলেজ সহ নানা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এই সমস্ত পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করেই রাজ্যে স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেই বহিরাজ্যে রেফারেল রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আগামীদিনে রাজ্যে আরও আধুনিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ডা. মৈত্রী চৌধুরী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত প্রমুখ।

গায়েব

● প্রথম পাতার পর

কোটি টাকা বরাদ্দ ছিলো। শিলান্যাসের পর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজ শুরুর পূর্বে সীমান্তের পাশে তথা শহরের আর.কে.আই স্কুলের মাঠে প্রায় এক কোটি টাকার পাথর রেখেছিল। সেইসময় বাংলাদেশের পুলিশ এই কাজে আপত্তি জানানোয় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্স নির্মানের কাজ প্রায় আট বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কাজ বন্ধ থাকলেও ঠিকাদার পাথর গুলো সেখান থেকে নিয়ে যায় নি। সেই পাথরগুলো আজ, অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি দুপুরে গাড়িতে তোলে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলো একদল চোর। এই খবর শোনা মাত্রই কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি গাড়ি সহ দুই চালককে আটক করে।

এই বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানিয়েছেন, কৈলাসহর শহরের আর.কে.আই স্কুল মাঠ থেকে পাথর চুরি করে নিয়ে যাবার সময় পুলিশ একটি ড্রজার গাড়ি এবং একটি ট্রিপার গাড়ি সহ চালকদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে, বিকেলে শহরের কিছু যুবক পাথর চুরির ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ করায় পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানিয়েছেন ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী। শহরের কিছু যুবক কৈলাসহর থানায় অভিযোগ জমা দেবার পর সংবাদ প্রতিনিধিদের জানায়, এভাবে সরকারি পাথর গুলো প্রকাশ্য দিনের বেলায় চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় শহরের বদনাম করা হচ্ছে। এই ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করতে হবে।

১৫৭ জন

● প্রথম পাতার পর

জানানো হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে ৩৪ হাজার ৫১৭ জন নতুন ভোটার চূড়ান্ত তালিকায় যুক্ত হয়েছেন। ১ জানুয়ারি ২০২৪-কে ভিত্তি বছর ধরে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটার ছিল ২৮,৫৬,৯২৫ জন। যার মধ্যে ১৪,৩৫, ১৭২ জন পুরুষ, ১৪,২১,৬৭৯ জন মহিলা এবং ৭৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন।

প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রতিলিপি সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে, তহশিল অফিসে, নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের (মহকুমা শাসক) অফিসে এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিকের (জেলাশাসক) অফিসে পরিদর্শনের জন্য থাকবে। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রতিলিপি দেখতে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটটি হলো ত্বত্রদ্রষ্ট্দ্মভ্থ.দ্ব্হ্দ্র। সারা রাজ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩,৩৫২টি।

হদিশ

● প্রথম পাতার পর

আইসিএমআর সারা বছর এইচএমপিভি সংক্রমণের ধরনের ওপর নজর রাখবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই চিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য জানাচ্ছে যাতে চলতি ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলকে অবগত করা যায়। স্বাস্থ্য জানিয়েছে, দেশজুড়ে সাম্প্রতিক প্রস্তুতির যে মহড়া চালানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে, ভারতে শ্বাসযন্ত্রজনিত অসুখের বাড়াবাড়ির মোকাবিলা করার মতো সাজসরঞ্জাম ও ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে দ্রুত জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এক জারি করে বলেছে, ইলি ও সারি কেসে নজরদারি চালাতে হবে। কোনও রোগী আক্রান্ত হলে, যথাযথ আইসোলেশনে রাখতে হবে তাঁকে। আক্রান্তর তথ্য আপলোড করতে হবে পোর্টালে। অক্সিজেন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো মজুত রাখতে হবে হাসপাতালে হাসপাতালে। ওষুধের পর্যাপ্ত জোগান রাখতে হবে হাসপাতালে-হাসপাতালে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এইচএমপিভি নতুন কোনও ভাইরাস নয়। ২০০১ সালে এই ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয়েছিল। সারা বিশ্বে অনেকদিন ধরেই রয়েছে। যেকোনও বয়সের মানুষ এইচএমপিভি আক্রান্ত হতে পারেন। তবে উদ্বেগের কিছু নেই। কেন্দ্র, আইসিএমআর বিষয়টির উপর নজর রাখছে।" একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, চিনের পরিস্থিতির উপর সরকার কড়া নজর রাখছে।

কু-দৃষ্টি

● প্রথম পাতার পর

কিংবা স্বামী থেকে কোনো প্রকার ভরণ পোষণ পান না তিনি। পাড়ার লোকজন থেকেই সাহায্য নিয়ে দিন চলে তাঁর।তিনি আরো বলেন, তাঁর স্বামী কর্মসূত্রে কেরলে থাকেন। বিগত বছরে স্বামী বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর চরিত্রের উপর প্রশ্ন তুলে অকথ্য ভাষায় বকাবকি করেছিলেন। পাশাপাশি স্বামী- স্ত্রীর গোপন মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল করে দেন। তারপর স্বামী তাঁকে তালাক দেওয়ায় সে নিজের শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা থাকতে শুরু করেন।ওই পুত্রবধূ জানায়ন, গত ২৯ ডিসেম্বর সন্তানদের নিয়ে তিনি যখন দুপুরে ঘুমিয়েছিলেন, তখন তাঁর শ্বশুর ঘরে আসেন। ঘুম ভাঙতেই তিনি উঠে দেখেন শ্বশুর উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। এই দেখে বধূ চিৎকার শুরু করে দেন। শ্বশুর সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন উলঙ্গ অবস্থায় ইসমাইল মিয়ার ভিডিও করে নেন।ওই পুত্রবধূ পরে পুলিশের কাছে এই ঘটনা নিয়ে মামলা করতে গেলেও সঠিকভাবে সহায়তা পান নি। পুলিশ ওই অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে গেলেও তিনি আবার বেরিয়ে এসে পড়েন। একাধিকবার এমন হয়েছে দেখে আতঙ্কিত ওই পুত্রবধূ। তাই আজ কমলপুর প্রেসক্লাবে গিয়ে এইসব ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি নির্যাতিত শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাঁর সাথে চরম পর্যায়ে নির্যাতন করায় তিনি সন্তানদের নিয়ে আলাদা থাকেন। কিন্তু তাঁর পরিবার চালাতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। এদিকে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাঁকে প্রতিনিয়ত ফোন করে হুমকি দিচ্ছে। এই অবস্থায় সঠিক বিচারের আশায় রয়েছেন ওই গৃহবধূ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য চালু করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে শোভাবর্ধনকারী মাছ পালন ইউনিট এবং ফিনফিশ হ্যাচারি স্থাপন। এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য শোভাবর্ধনকারী মাছ চাষকে জনপ্রিয় করা, দেশীয় মৎস্য সম্পদকে কাজে লাগানো এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

আসামে এই প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দারাং জেলায় একটি সুসংহত অ্যাকোয়া পার্ক প্রতিষ্ঠা, যা বছরে ১৫০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পার্কটি ১০-১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করবে এবং ২,০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। কামরূপ জেলায় একটি বড় মৎস্য খাদ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে যাতে বার্ষিক ২০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন হবে। অন্যদিকে স্থানীয় জলজ চাষকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন জেলায় হ্যাচারি প্রকল্পগুলিকে সহযোগিতা করা হবে যেখানে প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন স্পন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

মণিপুরের খৌবাল ও ইম্ফল জেলায় মৎস্য উৎপাদন সংরক্ষণ এবং উৎপাদন পরবর্তী ক্ষতি কমানোর জন্য বরফ কারখানা এবং হিমঘর স্থাপন করা হবে। উপরন্তু, স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রজাতির জন্য হ্যাচারিগুলিকে সহায়তা করা হবে যেগুলি রাজ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

মেঘালয়ের প্রকল্পগুলি পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায় বিনোদনমূলক মাছ চাষের প্রসারে কাজ করবে। কৌশলগতভাবে একটি জনপ্রিয় পর্যটন এলাকায় অবস্থিত এই উদ্যোগটি দর্শনার্থীদের ও আকৃষ্ট করবে। সেই সাথে প্রকল্পটি স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং এই অঞ্চলের পর্যটন কে বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নাগাল্যান্ডের তিনটি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছ মোকোকচুং এবং কিফির জেলায় মিষ্টি জলের ফিনফিশ হ্যাচারি নির্মাণ। এই হ্যাচারিগুলি সম্মিলিতভাবে বার্ষিক ২১ মিলিয়ন পোনা উৎপাদন করবে, যা এই অঞ্চলের জলজ চাষকে সমর্থন করবে এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়াবে।

সিকিম ২৪টি প্রকল্প রূপায়ণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে সুস্থায়ী মাছ চাষের প্রচারের জন্য রিসার্কুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (আরএএস) প্রতিষ্ঠা, গ্যাংটক এবং অন্যান্য শহরে মাছের দোকান নির্মাণ এবং শোভাবর্ধনকারী মাছ পালন ইউনিটগুলির উন্নয়ন। এই প্রকল্পগুলি স্থানীয় মানুষদের আয় বৃদ্ধি এবং জীবিকার সুযোগ বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মৎস্য খাত সম্পর্কে উত্তর-পূর্বাঞ্চল (এনইআর) মৎস্য ও জলজ চাষে স্বনির্ভরতার দিকে ভারতের যাত্রার অগ্রভাগে রয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পতি সরকারের অবিচল প্রতিশ্রুতির প্রতফিলন। মিষ্টি জলের প্রচুর সম্পদ এবং ব্যতিক্রমী জলজ জীববৈচিত্র্যের কারণে উত্তর পূর্ব কেবল একটি সম্ভাবনাময় অঞ্চলই নয়, সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বে অগ্রগতির একটি গতিশীল কেন্দ্র ও। জীববৈচিত্র্যের হটস্পট হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, এই উত্তর পূর্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং জীবিকা বৃদ্ধির জন্য ভারতের কৌশলের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

সরকার নীল বিপ্লব প্রকল্প, মৎস্য ও জলজ চাষ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (এফআইডিএফ) এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার (পিএমএসওয়াই) মতো ফ্ল্যাগশিপ স্কিমের মাধ্যমে মৎস্যচাষের জন্য ২, ১১৪ কোটি টাকার বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। এই উদ্যোগগুলি পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করেছে, উৎপাদনশীলতাকে উন্নত করেছে এবং সুস্থায়ী অনুশীলনগুলিকে শক্তিশালী করেছে। ফলস্বরূপ, এনইআর-এ অভ্যন্তরীণ মাছের উৎপাদন ২০১৪-১৫ সালে ৪.০৩ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৬.৪১ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে, যা ৫ শতাংশের মত আকর্ষণীয় বার্ষিক বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে।

এই সাফল্যগুলি সরকারের গতিশীল নীতি এবং লক্ষ্যযুক্ত পদক্ষেপের কার্যকারিতার ফল যা উত্তর পূর্বকে ভারতের নীল অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গির মূল চালক হিসাবে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছে। অনুঘটক হিসাবে মৎস্য ও জলজ চাষের অপরিসীম সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) এই অঞ্চলের উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই উদ্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে আধুনিক অ্যাকুয়াকালচার পার্ক, হ্যাচারি এবং ফিশ প্রসেসিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং বায়োফ্লক সিস্টেম এবং রিসার্কুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম (আরএএস) এর মতো উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রসার করা। মৎস্য চাষিদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, ভ্যালু চেইনকে শক্তিশালী করা এবং বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানোই এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

থাকবে কিনা কে জানে? কিন্তু এর আগেই সরকারি ভর্তুকির সুযোগ নিয়ে পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার সুবিধা গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রী রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সোমবার বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ে আয়োজিত এই বিশেষ শিবিরে বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং এবং আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্পোরেটরগন। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে উৎসাহী মানুষেরা এদিন প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত জানতে ভিড় জমিয়েছেন। এই বিশেষ শিবিরে সোলার প্যানেল প্রতিস্থাপনকারী সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন কোম্পানির লোকজনেরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, কানারা ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর আধিকারিকরাও এদিন উৎসাহী ব্যক্তিদের ঋণ মঞ্জুর করার উদ্যোগ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার সূচনা করেন। যে প্রকল্পের লক্ষ্য আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগা ওয়াট বিদ্যুতের পরিকল্পনা। এখন পর্যন্ত দেশে ২০০ গিগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। যা লক্ষ্যমাত্রার ৪০ শতাংশ। রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যকে বিশেষ ক্যাটাগরি রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে এই রাজ্যের জনগণকে সূর্য্য ঘর প্রকল্পে উৎসাহিত করার জন্য ভর্তুকি বাড়িয়ে দেন। লক্ষ্য একটাই , বিদ্যুত বিলকে শূন্যে নামিয়ে আনা। এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে রতন বাবু আরো বলেন, এই প্রকল্পটি বাড়ির ছাদ, টিনের চাল কিংবা মাটিতেও পাটাতনের উপর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। প্রকল্পের লক্ষ্য হল, বাড়ির ছাদ কেন্দ্রিক সৌর বিদ্যুতের ক্ষমতা বাড়ানো এবং পরিবার গুলিকে তাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম করা। গৃহস্থালী ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটি ২০২৩-২৪ অর্থবছর (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে শুরু) থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত চলবে। এই সময়কাল পর্যন্ত সরকারি ভর্তুকি প্রদান করা হবে। এতে মোট আর্থিক ব্যয় হবে ৭৫,০২১ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ভর্তুকির বিষয়টির ব্যাখ্যা করে রতন বাবু জানান, আবাসিক সেক্টরে প্রথম ২ কিলো ওয়াট ক্ষমতা সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট এর জন্য ভর্তুকি ৩৩ হাজার টাকা। প্রথম ২ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেল বসানোর পর পরবর্তী ১ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে ভর্তুকি মিলবে ১৯ হাজার ৮০০ টাকা। ৩ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভর্তুকি ৮৫,৮০০ টাকা। রেসিডেন্সিয়াল সেক্টরে ৩ কিলো ওয়াট সোলার প্যানেল বসানোর পর পরবর্তী সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিলোওয়াট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর কোন ভর্তুকি মিলবে না। হাউসিং সোসাইটি/ রেসিডেনশিয়াল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেল চার্জিং এর ক্ষেত্রে ৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত সোলার প্যানেল বসাতে পারবেন। এ জন্য ভর্তুকি পাওয়া যাবে প্রতি কিলো ওয়াটে ১৯,৮০০ টাকা। প্রতিটি পরিবার সর্বোচ্চ ৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত সৌর প্যানেল স্থাপন করতে পারবেন। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ যে কোন ভোক্তা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কাছে বিক্রি করতে পারবেন বলেও মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন।তিনি জানান যে কোন ব্যক্তি তার নিকটবর্তী বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। এই প্রকল্পে প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তিকেই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ লিমিটেডের আধিকারিকরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। মন্ত্রী জানান, এদিনের বিশেষ শিবিরের পর আগরতলার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে শিবির করে নাম নথিভুক্ত করা হবে। এরমধ্যেই মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগেও বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এরপর শুরু হবে রাজ্যের বিভিন্ন পুর এলাকায় এই শিবির। গোটা রাজ্যকে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার আওতায় আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী।

মঙ্গল

মহিলা অনুর্ধ ১৯ জাতীয় এক দিবসীয় ক্রিকেটে ইউপি-র কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তরপ্রদেশের কাছেও হারলো ত্রিপুরা। তাও ২২১ রানের বড় ব্যবধানেই। শনিবারে প্রথম ম্যাচে রাজস্থানের কাছে ১৫১ রানে পরাজয়ের পর আজ, সোমবার উত্তরপ্রদেশের কাছেও আত্মসমর্পণ করে ত্রিপুরার মহিলা অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেটাররা অনেকটাই পেছনের সারিতে অবস্থান করে নিয়েছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ট্রফির গ্রুপ লীগের খেলা। নাগপুরের সিভিল লাইন্সে বিদর্ভ ক্রিকেট একাডেমি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে উত্তর প্রদেশ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩৩৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দল ৪৭.১ ওভার খেলে ১১৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী উত্তর প্রদেশের পক্ষে ওপেনার শশী বালান সর্বাধিক ১৫০ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া, রমা কুসাউয়ার ৫৪ রান এবং ভারতী সিংয়ের ৮০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের অন্তরানী জমাতিয়া দুটি এবং তানিয়া দেব একটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটিংয়ে ত্রিপুরা দলের অস্মিতা দাস ২৩ রান, সায়ন্তিকা নমঃ দাস ১৫ রান এবং অস্মিতা দেবনাথ ১৬ রান সংগ্রহ করেছিল। অতিরিক্ত ৩৩ রান না পেলে ত্রিপুরা দলের স্কোর শত রান অতিক্রম করতে পারতো না। উত্তর প্রদেশের বোলার জাহ্নবী বালিয়ান ১৭ রানে চারটি এবং ভূমি সিং বারো রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

এগিয়ে চলো সংঘকে হারিয়ে নকআউটে খেলা নিশ্চিত চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের জয়ের ধারা অব্যাহত চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের। তাও শক্তিশালী এগিয়ে চল সংঘ কে হারিয়ে। এই জয়ের সুবাদে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার যথারীতি নকআউট পর্যায়ে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে খেলার ছাড়পত্র নিশ্চিত করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার সাতচল্লিশ রানের ব্যবধানে এগিয়ে চল সংঘ কে পরাজিত করেছে। আজ, সোমবার সকাল ন'টায় নীপকো মাঠে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে এগিয়ে চল সংঘের ইনিংস ফুরিয়ে যায় ৭৩ রানে ২৬ ওভার খেলে। বিজয়ী দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ব্যক্তিগত ৪১ রানের পাশাপাশি ১১ রানে ২টি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এগিয়ে চলো সংঘের শঙ্খদীপ দাস ও চাম্পামুড়ার দীপাঞ্জন দত্তের সংগৃহীত ১৯ করে রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে চাম্পামুড়ার রাহুল তামাং ১৮ রানে চারটি এবং অনুরাগ দাস ১১ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

বিলোনিয়ায় অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে আমজাদনগর প্লে সেন্টার চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া মহকুমায় সেরা আমজাদ নগর প্লে সেন্টার। সুপার লিগে টানা তিন ম্যাচে জয় পেয়ে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনুর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে। সোমবার বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আমজাদ নগর প্লে সেন্টার ৬ উইকেটে পরাজিত করে রেগুলার কোচিং সেন্টারকে। সকালে টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রেগুলার কোচিং সেন্টার ৮৪ রান করে। দলের পক্ষে অর্কনীড় দত্ত ২৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, সোহাগ্নিক দাস ৫৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, ময়ূখ দাস ৩১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং সোহম বৈদ্য ৭০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১০ রান করে। আমজাদ নগর প্লে সেন্টারের পক্ষে আজাদ মিঁয়া ১৯ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে আমজাদ নগর প্লে সেন্টার চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে আরমান মিঁয়া ৩৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, জয়দেব মজুমদার ১৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৯ এবং নিরোধ চৌধুরী ৬২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। রেগুলার কোচিং সেন্টারের পক্ষে অনুপম চৌধুরী ১৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

মহিলা অনুর্ধ ২৩ জাতীয় টি-২০ দিল্লির কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিল্লির কাছেও হারলো ত্রিপুরা। তাও ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে। রবিবারে প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড়ের কাছে আট উইকেটে পরাজয়ের পর আজ, সোমবার দিল্লির কাছেও আত্মসমর্পণ করে ত্রিপুরার মহিলা অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেটাররা অনেকটাই পেছনের সারিতে অবস্থান করছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ টি টোয়েন্টি ট্রফির গ্রুপ লীগের খেলা। জামশেদপুরের কিনান স্টেডিয়ামে বেলা সাড়ে বারোটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে সাত উইকেট হারিয়ে ৭৪ রান সংগ্রহ করতে সীমিত ২০ ওভার ব্যবহার করে নেয়। জবাবে দিল্লি ১১.২ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। রাজ্য দলের পক্ষে মেঘা সরকারের সর্বাধিক ২৬ রান এবং পূজা দাস এর ১৯ রান উল্লেখযোগ্য। দিল্লি দলের দীক্ষা ৩১ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। সঙ্গে মনিকার ১৮ রানও উল্লেখ করার মতো। রাজ্য দলের সেবিকা দাস, পূজা দাস ও প্রিয়া সূত্রধর একটি করে উইকেট পেয়েছিল। দিল্লির ভানশিকা লীলা ১৫ রানে তিনটি এবং রিয়া সোনি সাত রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরার রানের গতি রোধ করে দেয়।

ছাত্র সংঘে মলীন স্মৃতি ক্যারাম সম্পন্ন কার্তিক, প্রান্ত, সুজিত চ্যাম্পিয়ন

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। কৃষ্ণনগর নতুনপল্লীস্থিত ছাত্র সংঘ আয়োজিত মলিন দে স্মৃতি ক্যারাম প্রতিযোগিতা সম্পন্ন। সিঙ্গেলে চ্যাম্পিয়নের খেতাব দখল করলেন কার্তিক দত্ত, রানার্স মধুসূদন দাস। ডাবলসে চ্যাম্পিয়নের খেতাব দখল করেছে প্রান্ত চক্রবর্তী ও সুজিত সাহা জুটি। রানার্স খেতাব দখল করেছে সোমেন দাস ও রাজেশ সাহা জুটি। প্রাক্তন প্রয়াত সম্পাদকের স্মৃতিতে এই ক্যারাম প্রতিযোগিতা আয়োজন। গত ৩রা জানুয়ারি থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এক্ষেত্রে সিঙ্গেলে ২৪ জন এবং ডাবলসে ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনাল খেলা শেষে সংঘের সভাপতি সুভাষ আচার্য, এলাকার প্রবীন বাসিন্দা দিলীপ মজুমদার, কিশোর রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বিজয়ীদের আর্থিক পুরস্কার সহ ট্রফি দেওয়া হয়। এখন থেকে প্রতি বছর মলীন দে স্মৃতি ক্যারাম প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে, বলে জানিয়েছেন ছাত্র সংঘের সম্পাদক নারায়ন দে।

প্রাক্তন শারীর শিক্ষক হিমাংশু আচার্য প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশিষ্ট প্রাক্তন ক্রীড়া প্রশিক্ষক হিমাংশু আচার্য্য প্রয়াত হলেন। কাবাডি সংস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। বহুদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। সোমবার সকালে কৃষ্ণনগরস্থিত নুতন পল্লীর নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াতের পরিবারে এক ছেলে, দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে রেখে গেছেন। উমাকান্ত স্কুল থেকে সুদীর্ঘ্য কর্মজীবন শেষ করেছিলেন। তাঁর প্রায়নে গোটা ক্রীড়া মহল গভীর শোকাহত। অবসরপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষকের অকাল প্রয়ানে স্পোর্টস স্কুলের শারীর শিক্ষক প্রনব অখণ্ড গভীর শ্রদ্ধা ও বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে দাবা সেন্টারের উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের উত্তর বাধারঘাট এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবে স্থায়ী ভাবে দাবা সেন্টারের সোমবার উদ্বোধন হলো। বিকালে সেন্টারের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা দাবা সংস্থার সভাপতি তথা আগরতলা পুর নিগমের দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক। অনুষ্ঠানে রাজ্য দাবা সংস্থার সহ-সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু, ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ও সচিব কমল দেব উপস্থিত ছিলেন। দাবার ঘুটিতে চাল দিয়ে আসরের সূচনা করার আগে দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মল্লিক স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ক্লাবগুলিতে দাবা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য রাজ্য দাবা সংস্থা উদ্যোগ নিয়েছে। এতে দাবার প্রসার আরো ব্যাপক হবে। সহ-সভাপতি প্রশান্তবাবুও স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বহু দিন ধরেই এই ক্লাবে দাবা সেন্টার খোলার চেষ্টা চলছিল। শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে রূপ নেয়ায় আমি খুশী। দুজনেই বিবেকানন্দ চেস একাডেমিকে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই সেন্টারে নিয়মিত দাবা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সপ্তাহের প্রতি শণি ও রবিবার বিকাল চারটায় এই সেন্টারে দাবা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। উল্লেখ্য স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব রাজ্য সরকারের অনুমোদিত দাবা"র প্রাইমারি বডি হিসেবে স্বীকৃত।

উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব আগামী ১০ও১১ জানুয়ারি দুদিনের ৫ রাউন্ডের দাবা প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নিয়েছে। এতে অংশ নিতে আগ্রহীদের ক্লাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফর্ম সংগ্রহ ও জমা করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অনুপমের ডাবল সেঞ্চুরি, পোলস্টারকে হারিয়ে শেষ আটের আশা জিইয়ে তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছোটদের ক্রিকেটে আবারও ডাবল টন। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে তরুণ সংঘ। তাও ৩০৫ রানের বিশাল ব্যবধানে। হারিয়েছে দুর্বলতর দল পোলস্টারকে। উল্লেখ্য, দুর্দান্ত এই জয় তথা জয়ে ফেরার সুবাদে তরুণ সংঘ নকআউট পর্যায়ে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে খেলার জন্য প্রত্যাশা জিইয়ে রেখেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ বি গ্রুপের। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাঠে আজ, সোমবার সকাল নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তরুন সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৮.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৩৮৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অনুপম ঘোষের ডাবল সেঞ্চুরি বেশ উল্লেখযোগ্য। অনুপম ৮৯ বল খেলে ২৭টি বাউন্ডারি ও দশটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২০০ রান সংগ্রহ করেছে। এছাড়া, রামানুজ দেবের ৯০ রান ও শুভম সাহার ৩৪ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে পোলস্টার ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ৮৩ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ৪০ ওভার ফুরিয়ে যায়। বোলিংয়ে তরুণ সংঘের শুভম দেবনাথ ৯ রানে ৩টি এবং ধ্রুবজিৎ সোম ৭ রানে ২টি উইকেট পেয়েছে। পোলস্টারের সাহেব আচার্য পেয়েছে ৩টি উইকেট ৬৩ রানের বিনিময়ে। দ্বিশতক রানের সৌজন্যে অনুপম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রোহিতের জন্য বন্ধ টেস্টের দরজা, বার্তা প্রধান নির্বাচক আগরকরের

টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আর ভাবা হচ্ছে না তাঁর কথা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিডনি টেস্টের আগেই রোহিত শর্মাকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি শেষ হওয়ার পর ভারতীয় দলের আরও দুই সিনিয়র ক্রিকেটার বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাডেজাকেও টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার বার্তা দেওয়া হতে পারে। কোচ গৌতম গম্ভীর এবং নির্বাচকদের মনোভাব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে রোহিতকে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী দিনে টেস্ট ক্রিকেটের পরিকল্পনায় তাঁকে আর রাখা হচ্ছে না। ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠলেও রোহিতের দলে থাকা অনিশ্চিত। কারণ তাঁকে নিয়ে আর ভাবতেই চাইছেন না জাতীয় নির্বাচকেরা। আগরকর রোহিতকে জানিয়েছেন, তাঁদের এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত।

রোহিত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। বাকি থাকছে শুধু এক দিনের ক্রিকেট। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি শেষ হলে তা নিয়ে রোহিতের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন আগরকর। তিনি কথা বলতে চান কোহলি এবং জাডেজার সঙ্গেও। কোচ গম্ভীরের মতো আগরকরের বক্তব্য, দলে থাকতে হলে পারফর্ম করতে হবে। অতীত এবং নামের জোরে দলে জায়গা পাওয়ার দিন শেষ। এমনই বলা হয়েছে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে। ৬, ৫, ২৩, ৮, ২, ৫২, ০, ৮, ১৮, ১১, ৩, ৬, ১০, ৩, ৯। শেষ ১৫টি টেস্ট ইনিংসে রোহিত শর্মার সংগ্রহ। তাঁর উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না নির্বাচকেরা। প্রায় একই অবস্থা কোহলিরও। শেষ ১৫টি টেস্ট ইনিংসে তিনি করেছেন অপরাজিত ২৯, শূন্য, ৭০, ১, ১৭, ৪, ১, ৫, অপরাজিত ১০০, ৭, ১১, ৩, ৩৬, ৫ এবং ১৭। রোহিতের থেকে কিছুটা ভাল হলেও কোহলিসুলভ নয় একেবারেই। ধারাবাহিকতা না থাকায় তাঁর উপরেও আস্থা রাখতে পারছেন না নির্বাচকেরা। দলের দুই সিনিয়র ব্যাটারের খেলায় ফর্মে ফেরার লক্ষণ দেখছেন না আগরকরেরা। ধারাবাহিকতা নেই জাডেজার ব্যাটেও। শেষ ১৫টি টেস্ট ইনিংসে তিনি করেছেন ১২, ৪, ১৫, ৮৬, ৮, শূন্য, ৫, ৩৮, ৪২, ১৪, ৬, ৭৭, ১৭, ২ এবং ২৬। বল হাতেও আগের মতো ভরসা দিতে পারছেন না। রোহিতের মতো কোহলি এবং জডেজাও ৫০ রানের গণ্ডিও টপকাতে পারছেন না।

সূত্রের খবর, বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর কোহলি এবং জাডেজার সঙ্গেও কথা বলবেন আগরকর। নির্বাচকদের পরিকল্পনা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। বলা হবে, টেস্ট দলে এ বার জুনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়মিত সুযোগ দিতে চাইছেন তাঁরা। অবসর না নিলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর সম্ভবত এক দিনের ক্রিকেটের পরিকল্পনা থেকেও রোহিতকে বাদ দেবেন নির্বাচকেরা। কোহলি এবং জাডেজার ক্ষেত্রেও হয়তো এই প্রতিযোগিতা পর্যন্তই অপেক্ষা করা হতে পারে। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নতুন গতি যোগ হতে পারে। ব্রিসবেন টেস্টের পর যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যেতে পারে ভারতীয় ক্রিকেটে রোহিত, কোহলি, জাডেজাদের যুগ।

খেলা হবে তো? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে নতুন চিন্তায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড

শেষ পর্যন্ত 'হাইব্রিড' মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে পাকিস্তান। শুধু ভারতের ম্যাচগুলি দুবাইয়ে হবে। বাকি সব ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। কিন্তু তার মাঝেই এ বার অন্য একটি সমস্যায় পড়েছে তারা। ম্যাচ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচ হওয়ার কথা করাচিতে। সূচি অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বনাম নিউ জিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কিন্তু করাচিতে এখনও মাঠ পুরোপুরি তৈরি হয়নি। তাতেই চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আধিকারিকদের। কয়েক মাস আগে থেকে মাঠ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা পুরো কত দিনে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, "করাচির স্টেডিয়ামে এখন সংস্কারের কাজ চলছে। এখনও কাজ বাকি রয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন সেখানে কোনও ম্যাচ হবে না। কারণ, এর মধ্যে করাচিতে খেলা হলে সংস্কারের কাজ শেষ করতে আরও দেরি হবে। তাতে সমস্যা আরও বাড়বে।" করাচির এই মাঠেই কায়েদ-ই-আজম ট্রফির ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি মাঠে প্রতিযোগিতা হয়েছে। জানুয়ারির শেষ দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। প্রথমে ঠিক ছিল প্রথম টেস্ট করাচিতে ও দ্বিতীয় টেস্ট মুলতানে হবে। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে বোর্ড জানিয়েছে, দু'টি টেস্টই মুলতানে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা পাকিস্তানের তিনটি মাঠে। করাচি ছাড়া লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে হবে খেলা। তিনটি মাঠই সংস্কারের কাজ চলছে। তার জন্য পাকিস্তানি মুদ্রায় ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সাজঘর, মিডিয়া সেন্টার, দর্শকাসন সংস্কারের কাজ চলছে। কিন্তু করাচিতে কবে কাজ শেষ হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। ফলে এক নতুন চিন্তায় পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

সিডনিতে ফের ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়

চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভারতীয় দল আর ব্যাটিং বিপর্যয় কার্যত সমার্থক হয়ে উঠেছে। পারথ থেকে ব্রিসবেন, সর্বত্রই অজি বোলিং লাইন আপের সামনে গুঁড়িয়ে গিয়েছে বিরাট কোহলিদের যাবতীয় প্রতিরোধ। সেই ছবিই ফের দেখা গেল সিডনিতে। নতুন বছরের প্রথম টেস্টে আবারও আত্মসমর্পণ করল ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ।

সিডনি টেস্টের শুরু থেকেই বিতর্ক তাড়া করছে মেন ইন ব্লুকে। রোহিত শর্মা বিশ্রাম নিয়েছেন নাকি খারাপ ফর্মের জন্য বাদ পড়েছেন, সেই নিয়ে চলছে জোর তরজা। শুক্রবার জশপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বে মাঠে নামে ভারতীয় দল। রোহিতের পরিবর্তে দলে ফেরেন শুভমান গিল। তিন থেকে ফের ওপেনিংয়ে পাঠানো হয় রাহুলকে। পিঠের সমস্যায় ভুগতে থাকা আকাশ দীপের বদলে প্রথম একাদশে জায়গা পান প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। টসে জিতে ব্যাটিং নেন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়েছে। ফর্মে থাকা দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং কে এল রাহুল এদিন ব্যর্থ। মাত্র ১৪ বল খেলে চার রানে আউট হন রাহুল। অন্যদিকে ২৬ বল খেলে যশস্বীর সংগ্রহ মাত্র ১০ রান। ক্রিজে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেও ২০ রান করে আউট হয়ে যান শুভমান। পুরনো রোগের শিকার হয়েই এদিন আবার উইকেট ছুড়ে দেন বিরাট কোহলি। ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলেই প্রায় আউট হয়ে গিয়েছিলেন। কোনওমতে রক্ষা পেলেও সেই অফস্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হয়ে যান তিনি।

স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে ৯৮ বলে মাত্র ৪০ রান করেন ঋষভ পন্থ। একাধিকবার অজি পেসারদের বলে আঘাত পান তিনি। তা সত্ত্বেও ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবু শেষরক্ষা হয়নি। ২৬ রান করে আউট হন রবীন্দ্র জাদেজা। ১৪ রান এসেছে ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাট থেকে। তবে ভারতের ইনিংসের রান ১৫০ গণ্ডি পার করেন অধিনায়ক বুমরাহ নিজে।

সাজঘরে লাফিয়ে উঠলেন রোহিত, বিরাট কি আউট ছিলেন? শুরু বিতর্ক

সিডনিতে প্রথম বলেই আউট হতে পারতেন বিরাট কোহলি। তাঁর ক্যাচ ধরেছিলেন স্টিভ স্মিথ। কিন্তু সেই সময় বল মাটিতে ঠেকে যায় বলে তৃতীয় আম্পায়ার মনে করেন। তিনি আউট দেননি। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রোহিত শর্মা এই ম্যাচ খেলছেন না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। চোখ রাখেন মাঠের বড় স্ক্রিনে। বিরাট কি আউট ছিলেন?

বিরাটকে ইনিংসের প্রথম বলটি করেন স্কট বোলান্ড। অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে থাকা বলে খোঁচা দেন বিরাট। বল চলে যায় স্লিপে দাঁড়ানো স্টিভ স্মিথের হাতে। তিনি ক্যাচ ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন। গোটা অস্ট্রেলিয়া দল উচ্ছ্বসিত। কিন্তু মাঠের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা নিশ্চিত ছিলেন না ক্যাচ ঠিক ভাবে নেওয়ার ব্যাপারে। তিনি তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য নেন। সেই দায়িত্বে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোয়েল উইলসন। তিনি প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বার বার রিপ্লে দেখেন।

সেখানে দেখা যায় স্মিথ ক্যাচ নিলেও বল মাটিতে ছুঁয়ে ছিল। যে কারণে নট আউটের সিদ্ধান্ত জানান উইলসন। বেঁচে যান বিরাট। বেঁচে যায় ভারতও।

স্মিথ যদিও নিশ্চিত যে তিনি ক্যাচ নিয়েছেন। বিরতির মাঝে সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেই সময় স্মিথ বলেন, "আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে বলটা ধরেছি। আঙুল আমার বলের নীচেই ছিল। কিন্তু আম্পায়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমরা তা মেনে নিয়েছি।"

প্রথম বলেই বিরাট আউট হলে ওই সময় ভারত ১৭ রানে ৩ উইকেট হারাত। যা সমস্যায় ফেলে দিতে পারত। ভারতীয় দলের সাজঘর তাই তাকিয়ে ছিল সিডনির বড় স্ক্রিনের দিকে। নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন রোহিতও। তিনি এই ম্যাচ খেলছেন না। সিডনি টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বুমরাহ। তিনি জানিয়েছেন, অধিনায়ক রোহিত দলের স্বার্থে নিজেই নিজেকে বিশ্রাম দিয়েছেন। যদিও বিরাটের প্রথম বলে আউট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতেই বসে থাকতে পারলেন না তিনি।

তৃতীয় আম্পায়ার উইলসন বার বার রিপ্লে দেখেন নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর আগে। তিনি বিভিন্ন দিক থেকে তোলা ভিডিয়ো দেখেন। তাঁর মনে হয়েছে বল হাতে থাকলেও তা মাটি ছুঁয়েছে। সেই কারণে তিনি নট আউটের সিদ্ধান্ত জানান। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার জাস্টিন ল্যাঙ্গারের মনে হয়েছে কোহলি আউট ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি যেখান থেকে দেখেছি তাতে আউট মনে হয়েছে। স্মিথের আঙুল বলের তলায় ছিল। ও বলটা হাতের কায়দায় তুলে নেয়। আমার সেটা খুব ভাল লেগেছে।" ল্যাঙ্গারের সঙ্গে একমত রিকি পন্টিংও।

প্রথম বলে শূন্য করে ফিরতে না হলেও বিরাট ১৭ রানের বেশি করতে পারেননি। যদিও ৬৯টি বল খেলেন তিনি।

ভারতের দ্বিতীয় সেশনে শুধু বিরাটই আউট হয়েছেন।

ম্যানেজমেন্টকে তুলোধোনা সঞ্জয়ের

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ টেস্টে খেলছেন না রোহিত শর্মা। কেন বাদ পড়লেন ভারত অধিনায়ক, সেই নিয়ে চলছে তুমুল জল্পনা। এহেন পরিস্থিতিতে বিতর্ক বাড়ল সঞ্জয় মঞ্জরেকরের মন্তব্যে। তাঁর প্রশ্ন, ভারত অধিনায়ককে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে কেন দলের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হল না? যদিও টস করতে নেমে অধিনায়ক জশপ্রীত বুমরাহ বলেন, আমাদের অধিনায়ক প্রকৃত নেতার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

বিতর্কের সূত্রপাত সিডনি টেস্টের টসের সময়ে। ভারত অধিনায়কের ব্লেজার পরে মাঠে নামেন বুমরাহ। টস পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রবি শাস্ত্রী। টসের পরে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন তিনি। কিন্তু রোহিতকে নিয়ে আলাদা করে কিছু প্রশ্ন করেননি। কথা প্রসঙ্গে বুমরাহ বলেন, "আমাদের ক্যাপ্টেন প্রকৃত নেতৃত্ব দেখিয়ে নিজেকে বিশ্রাম দিয়েছেন। দলের মধ্যে কতখানি একতা রয়েছে, এই সিদ্ধান্ত থেকেই সেটা বোঝা যায়।" চোটের জন্য সিডনি টেস্টে খেলতে পারেননি আকাশ দীপ। তাঁর বদলে প্রথম একাদশে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে ভারত।

তার পরেই শাস্ত্রীকে তোপ দেগেছেন মঞ্জরেকর। তাঁর প্রশ্ন, 'রোহিত কেন খেলছে না, সেটা নিয়ে শাস্ত্রী একটা প্রশ্নও করলেন না। এত রাখঢাকের কী রয়েছে? রোহিত কেন খেলছে না, সেটা নিয়ে একটাও সরকারি বক্তব্য এল না কেন? কেন একটাও প্রশ্ন করা হল না?" ধারাভাষ্যকারের মতে, এটা করে সমর্থকদের প্রতি অবিচার করা হল। যেখানে দিন শেষে এটা স্রেফ একটা খেলা ছাড়া কিছু নয়। সঞ্জয়ের বক্তব্য, রোহিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেননি। পারথে খেলেননি। তাহলে কীসের বিশ্রাম? কেন সোজা কথাটা সোজা ভাবে বলা হচ্ছে না? সঞ্জয়ের আরো বক্তব্য, এটা করে হয়তো পুরো বিষয়টাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এই একটা কাজে সমর্থকদের মনোযোগ খেলা থেকে সরিয়ে রোহিতের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

জিবিপি হাসপাতালে বৈদ্যুতিক গলফ কার্ট প্রদান করলেন সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের সুবিধার্থে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য আজ দুটি বৈদ্যুতিক গলফ কার্ট প্রদান করা হয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা।

রোগীদের সুবিধার্থে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে আজ দুপুর ২ টায় বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য জিবিপি হাসপাতালে দুটি বৈদ্যুতিক গলফ কার্ট এমএস জিবিপি-কে হস্তান্তর করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, সাংসদ রাজীব বলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই বৈদ্যুতিক গলফ কার্টগুলি রোগীদের যাতায়াতে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে। রোগীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগে এই গাড়ির ব্যবস্থায় জেলাশাসক বিশাল কুমার অনেকটা সহায়তা করেছেন। এতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানান তিনি।

জনতার হাতে গুরুতর আহত ইঞ্জিনিয়ার অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে গিয়ে জনতার আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার অভি পাল। আজ ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস অফ ত্রিপুরার অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে জেলাশাসকের নিকট অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। এই ডেপুটেশন জমা দেওয়ার সময় অ্যাসোসিয়েশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ৩১ ডিসেম্বর যখন যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন ৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি স্টিল ব্রিজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শনের সময় ইঞ্জিনিয়ার অভি পাল কিছু দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ঘটনার পর ইঞ্জিনিয়ার অভি পাল ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরে চারজনের নামে মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন আমির উদ্দিন, লংতরা বিবি, হাবিবা বেগম এবং সুবল দেবনাথ। জানা যায়, অভিযুক্তরা সকলেই ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় কর্মী।

তবে, এখনও পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পুলিশ সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। এই প্রসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের অভিযোগ, ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো কার্য্যকর পদক্ষেপ নিতে সাহস দেখাচ্ছে না।

আজকের ডেপুটেশনের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস অফ ত্রিপুরার অ্যাসোসিয়েশন জেলাশাসকের কাছে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন ইঞ্জিনিয়ারদের আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

এই ঘটনায় সুশাসন ও আইনের কার্য্যকারিতা নিয়ে সমাজে প্রশ্ন উঠেছে। ইঞ্জিনিয়ারদের এই প্রতিবাদ যে কতটা ফলপ্রসূ হয়, তা সময়ই বলবে।

গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ জানুয়ারি: সোমবার বিকেলবেলা কৈলাসহর শ্রীনাথপুর ১ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। গত এক বছর পূর্বে কৈলাসহর ধলিয়ারকান্দি এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মতিনের মেয়ে জাহানারা বেগমের সাথে শ্রীনাথপুর ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশরাফুল ইসলামের সামাজিকভাবে বিবাহ হয়। বিবাহ হওয়ার পর থেকেই নানা ধরনের অশান্তি লেগে থাকত তাদের পরিবারে, এমনটাই অভিযোগ। উক্ত বিষয় নিয়ে একাধিকবার সালিশি সভা হলেও কোন সমাধান সূত্র বের হয়ে আসেনি।অভিযোগ, সোমবার বিকেলবেলা জাহানারা বেগমের ভাই আব্দুল আজাদের কাছে ফোন আসে যে জাহানারা বেগম ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান। খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জাহানারা বেগমের বাপের বাড়ির লোকেরা। এলাকাবাসীরা এসে ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইরানি থানার পুলিশ। জাহানারা বেগমের ভাই আব্দুল আজাদের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে জাহানারা বেগমকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রেখেছে। তিনি আরও বলেন জাহানারা বেগমকে ওরা খুন করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে। সেটা আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত হত্যা সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইরানি থানার পুলিশ।

ড্রেনে আবর্জনা না ফেলার আবেদন মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: ড্রেনে আবর্জনা না ফেলার আবেদন জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আজ কালী টিলা এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে জনগণের নিকট আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া, পুর নিগম এলাকায় কোন ধরনের সমস্যা মেয়র দীপক মজুমদারের গুচরে এলেই সেই এলাকায় পরিদর্শনে যাচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন তিনি।

আজ নিগমের ৩৭ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর তথা এমআইসি মেম্বার বাপি দাসের এলাকায় কিছু সমস্যা ঘুরে দেখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। কালীটিলা এলাকায় কিছু রাস্তাঘাট পাশাপাশি ড্রেইন ভেঙ্গে পড়ায় এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। এবং সঙ্গে থাকা ইঞ্জিনিয়ারকে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, জনসাধারণকেও সতর্ক হতে হবে। নিগম ড্রেইন করে দেব কিন্তু সেই ড্রেনে জনসাধারণ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ সহ বিভিন্ন আবর্জনা ফেলবে যার ফলে ড্রেনে জল জমে যাবে। তাতে উৎপত্তি হবে মশার সেই ব্যাপারে নজর রাখতে হবে তাদেরকেও। ড্রেনে যেন আবর্জনা না ফেলে সে ব্যাপারে সতর্ক করেন তিনি। আজকের এই মেয়রের ভিজিট কালে বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস ভট্টাচার্য্য সহ এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

২০২৫ সালের সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত কুমারঘাট মহকুমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৬ জানুয়ারি: ইংরেজী নতুন বছরে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের সাথে কুমারঘাট মহকুমায় প্রকাশিত হলো চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। মহকুমা শাসকের অফিস কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমার ভোটার তালিকা প্রকাশ করলেন কুমারঘাটের মহকুমা শাসক এনএস চাকমা। ত্রিপুরায় প্রকাশিত হলো ২০২৫ সালের সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সাথে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটেও মহকুমা প্রশাসনের তরফে প্রকাশ করা হলো মহকুমার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। মহকুমা শাসকের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে ফটিকরায় এবং পাবিয়াছড়া বিধানসভার নতুন ভোটার তালিকার ঘোষনা দেন মহকুমা শাসক এন এস চাকমা।

তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ২০ আগষ্ট থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচাই প্রক্রিয়া শেষে পুরনো ভোটারদের ভুল সংশোধন এবং আঠেরো বছর বয়সের নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ভোটার তালিকায়। এতে বেড়েছে ভোটারের সংখ্যাও। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, নতুন ভোটার তালিকায় ফটিকরায় এবং পাবিয়াছড়া বিধানসভায় মোট ৯৬ হাজার ৩৩০ ভোটারের নাম তালিকা ভূক্ত হয়েছে।

তিনি জানান ফটিকরায় বিধানসভায় এবছর ভোটার বেড়েছে ২৭৪ জন এবং পাবিয়াছড়া বিধানসভায় ভোটার বেড়েছে ৩৯৭ জন। দুই বিধানসভায় এবছর নতুন ভোটার বাড়লো আরো ৬৭১ জন। কুমারঘাটের মহকুমা শাসক জানান, এই ভোটার তালিকায় যদি কেউ বাদ পড়ে থাকেন তবে আগামী তিনমাস পর আবারো ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত এবং সংশোধন করতে পারবেন ভোটাররা।

কল্যাণপুরে কংগ্রেসের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ জানুয়ারি: ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ওবিসি তেলিয়ামুড়া জেলা কমিটির এক জরুরী বৈঠক কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় সোমবার কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে। আসন্ন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এর ওবিসি ডিপার্টমেন্টের রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই রাজ্য সম্মেলন। আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, ওবিসি ডিপার্টমেন্টের রাজ্য চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ, খোয়াই জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ সহ প্রমুখ ও নেতৃত্বরা আগামী দিনের সম্মেলনকে সামনে রেখে সারা জেলায় প্রচারের অঙ্গীকার নেওয়া হয়।

এক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য সংগ্রাম গিরিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: পানীয় জলের জন্য আজও প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি গিরি বাসীদের নিত্যদিনের সংগ্রাম।আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪৫ মাইল এলাকার সমস্যা সমাধানে করতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।

পানীয় জলের জন্য আজও প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি গিরি বাসীদের নিত্যদিনের সংগ্রাম। রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা গুলির মধ্যে এমন পাহাড়ি জনপদ এলাকার রয়েছে যেখানে পানীয় জলের জন্য প্রতিদিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চাতক পাখির মতন হন্যে হয়ে জলের উৎসের খোঁজে বের হতে দেখা যায় পানীয় জলের সংগ্রামীদের। ডান বাম কোন সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থতা বলা যায় অনেকাংশে। তবে যায় হোক না কেন জল ছাড়া জীবনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন অধরা। হোক সে জল হোক পরিশ্রুত কিংবা অপরিশ্রুত। জল হলেই হল। সব ধরনের জল যোগ্য ভেবে বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে আজও সংগ্রহ করতে দেখা যায়। এমনই এক দৃশ্য পরিলক্ষিত হল খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকমি আর ডি ব্লকের অধীন ১৮ মুড়া পাহাড়ের পাদদেশের এন এইচ-৮ সড়কের ৪৫ মাইল এলাকায় থেকে।

দেখা গিয়েছে, ওই এলাকারই দুই শিশু রাস্তার পাশে জমে থাকা নোংরা আবর্জনা মিশ্রিত জল সংগ্রহ করছে। শিশুটি জানায়, ওই সংগ্রহ করা জল দিয়ে রান্নার কাজ, স্নানের কাজ সহ পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ সাহায্য করে। এই বয়স থেকে জলের অভাব অনটন পরিলক্ষিত করে খুদে দুই শিশু পরিবারের জন্য নোংরা আবর্জনা মিশ্রিত রাস্তার পাশে জমে থাকা জলই সংগ্রহ করছে, কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য জলের প্রয়োজন রয়েছে তাই বলে।

মন্ডল সভাপতি ও বুথ সভাপতিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ জানুয়ারি: সোমবার খোয়াই পুর পরিষদের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি ও নবনিযুক্ত বুথ সভাপতিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ খোয়াই পৌরপরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ডে এক সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।এদিন এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরপরিষদের কাউন্সিলর তথা এডুকেশন, স্পোর্টস, এবং কালচারাল স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পীযুষ কান্তি চৌধুরী, বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি অনুকুল চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জন দাস, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন উত্তম অধিকারী সহ অন্যান্যরা।এদিন নবনিযুক্ত চার জন বুথ সভাপতি সহ খোয়াই মন্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

পাঁচজন ভারতীয় টাউটকে আটক করতে সক্ষম জিআরপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে হরিহরদোলা এলাকা থেকে পাঁচজন ভারতীয় টাউটকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে জিআরপি। তাদের দীর্ঘদিন ধরে আটক করার চেষ্টা চলছিল। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস।

ওসি তাপস দাস বলেন, বাংলাদেশীদের রাজ্যে প্রবেশে সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত পাঁচজনকে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ আটক করার চেষ্টা করছিল। গতকাল রাতে গোপন সূত্রের খবরে বিএসএফের সহায়তায় তাদেরকে সেই এলাকা থেকে আটক করে। তারা বাংলাদেশীদের রাজ্যে প্রবেশে সহায়তা করা এবং আগরতলার রেলস্টেশনের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যে যাওয়ার সহায়তা করেন।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন, উত্তর কৈয়াঢেপা এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত দাস (৩০), উত্তর কৈয়াঢেপা এলাকার বাসিন্দা সমীর দাস (৩৮), পুরাতল রাজনগরের বাসিন্দা জাকির হোসাইন (৩৫), পুরাতল রাজনগরের বাসিন্দা মবিন মিয়া (৩৪), উত্তর কৈয়াঢেপা এলাকার বাসিন্দা গৌর চাঁদ দেবনাথ।

অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ জানুয়ারি: সোমবার এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় খোয়াইতে। ঘটনা খোয়াই থানার অন্তর্গত গৌরনগর স্কুল চত্ত্বর এলাকায়। অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ গোটা ঘটনাটির সরজমিনে তদন্ত করছে। তবে এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃত ব্যক্তির কোনো সন্ধান পায়নি। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য বিরাজ করে গৌরনগর এলাকায়।

এন.এস.এস ইউনিটের সাতদিন ব্যাপী বিশেষ বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করলেন বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়ায় বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এন.এস.এস ইউনিটের সাতদিন ব্যাপী বিশেষ বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির। এদিন শিবিরের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

তেলিয়ামুড়ায় বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সোমবার প্রদীপ প্রজ্জলন এবং গাছে জল সিচনের মধ্য দিয়ে এন.এস.এস ইউনিটের সাতদিন ব্যাপী বিশেষ বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরের শুভ সূচনা করেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর নীতিন কুমার সাহা, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সম্পাদক যথাক্রমে প্রদীপ ধর ,পরিমল নন্দী , বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত কুমার দাস সহ অন্যান্যরা।

সাতদিনব্যাপী শিবিরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, একই দিনে মাধ্যমিক ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় বাইসাইকেল। তৎসঙ্গে তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় এর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা বলেন,, স্বামীজীর কথা অনুসারে জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, কাজেই ছাত্র ছাত্রী দের মানব সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী দের পড়াশুনা যেন কোন অবস্থাতেই ঘাটতি না ঘটে, সেই দিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার বলে উল্লেখ করেন বিধায়িকা।

নেশা সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : নেশা সামগ্রী বিক্রয় করে এলাকার ছেলেদের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে জাহানা খাতুন এবং নাসিমা খাতুন। এমন অভিযোগে আজ আমতলী থানায় ডেপুটেশন উক্ত থানার অন্তর্গত এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে প্রদান করেছে।প্রসঙ্গত, নেশা সামগ্রী বিক্রি করে এলাকার ছেলেদের আসক্ত করছে জাহানা খাতুন এবং নাসিমা খাতুন। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন আমতলী থানাধীন এলাকার জনগণ। এভাবে চেদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন এলাকার বিভিন্ন পরিবার।নেশার সামগ্রী কিনতে গিয়ে টাকার অভাবে মানুষের বাড়ি থেকে চুরি করে এনে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে দিচ্ছে এলাকার ছেলেরা। সেই টাকা নেশা সামগ্রী ক্রয় করার কাজে ব্যবহার করছে তারা।এসব দেখে এলাকাবাসী পুলিশকে জাহানা খাতুন এবং নাসিমা খাতুনের নেশা সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করেন, নয়তো তাদের এলাকা থেকে উচ্ছেদের দাবি জানায়।

বেঙ্গালুরুতে ১০-১৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হবে 'এরো ইন্ডিয়া ২০২৫'

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি (হি.স.): এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিমান প্রদর্শনী এরো ইন্ডিয়া, ২০২৫-এর পঞ্চদশ সংস্করণ ১০-১৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হবে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কা এয়ারফোর্স স্টেশনে। এবারের থিম, 'দ্য রানওয়ে টু আ বিলিয়ন অপারচুনিটিজ'।

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো সোমবার এই খবর জানিয়ে বলেছে, "এই অনুষ্ঠান বিদেশি এবং ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ার মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। দেশজ উৎপাদন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করতে আন্তর্জাতিক মূল্য শৃঙ্খলের নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে নিতে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানের প্রথম তিনদিন বাণিজ্যিক কাজের জন্য নির্ধারিত আছে। ১৩ ও ১৪ — এই দু'দিন মানুষ বিমান প্রদর্শনী দেখতে পাবেন। ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে উড়ানের নানা কলা-কৌশলের পাশাপাশি একটি স্থায়ী প্রদর্শনী।

আছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলন, সিইও-দের গোলটেবিল বৈঠক, 'মন্থন স্টার্ট-আপ' অনুষ্ঠান, শ্বাসরুদ্ধকর বিমান প্রদর্শনী এবং একটি বিশাল প্রদর্শনী যেখানে থাকবে ভারতের প্যাভিলিয়ন এবং বিভিন্ন বিমান কোম্পানির পণ্যসম্ভার।

বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে ভারত প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনের আয়োজন করবে। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পারস্পরিক আস্থা-ভিত্তিক সমৃদ্ধি সহ সহযোগিতার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হবে। নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন নিয়ে মতবিনিময় হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এবং সচিব স্তরে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে। নজর দেওয়া হবে, প্রতিরক্ষা ও উড়ান ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ওপর, যাতে সেই অংশীদারিত্বকে পরবর্তী স্তরে পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা বেরিয়ে আসে।

ভারতীয় প্যাভিলিয়নে থাকবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র প্রতিফলন। দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির ক্ষমতা এবং বিশ্বস্তরে পরিবেশন করার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক দক্ষতা তুলে ধরা হবে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

'এরো ইন্ডিয়া, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুদের সাথে নতুন বছরের আনন্দে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। এবছর ৬ জানুয়ারি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ত্রিপুরার ধর্মনগরে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে নতুন বছর উদযাপন করে। প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শিশুদের নিয়ে আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি করে থাকে।

এই বছরও এই হেরিটেজ জুয়েলারি হাউস ধর্মনগরের গুরুকুল শিশু নিবাসের শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর মাধ্যমে ইংরাজি নববর্ষ উদযাপন করে।

এই দিন শৈশবের আনন্দ মেখে শিশুরা নিজের মতো করে গান ও নাচ করে। তাদের সুপ্ত প্রতিভা তুলে ধরার জন্য এমনই একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরসঙ্গে শিশুরা যাতে অনেক আনন্দ উপভোগ করতে পারে তাই তাদের জন্য ছিল অনেক রকমের খেলা। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের এমন সুযোগ করে দেওয়া যাতে তারা মন থেকে আনন্দের সঙ্গে দিনটি কাটাতে পারে।

শিশুদের জন্য নানা উপহারও রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল পড়াশোনার সামগ্রী, খেলাধুলার সামগ্রী, তাদের পছন্দের ও পুষ্টির জোগান দেবে এমন কিছু খাবার, কেক এবং চকলেট।

উদযাপনের শেষে ছিলো সবাই মিলে একসথে বসে আনন্দে পঙ্‌ক্তিভোজন।

এই "বর্ষ বরণ উৎসব"- এমন শিশুদের নিয়ে উদযাপন করা হয় যারা এই আনন্দ উদযাপনের মানে কী তা হয়তো জানে না।

ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব স্বামী গিরিজানন্দজি মহারাজ ও মহর্ষি দয়ানন্দ যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রী বিমান চন্দ্র নাগ। সাথে ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা এদিন শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, "শিশুদের সাথে নতুন বছর উদযাপনের অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। এই মহৎ উদ্যোগের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে অভিনন্দন জানাই ও সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করছি।""শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এই বিশেষ উদ্যোগের জন্য আশীর্বাদ করছি। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের ভালোর জন্য যে সব প্রকল্পের ভাবনা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে তার জন্যও মঙ্গল কামনা করছি," বলেন স্বামী গিরিজানন্দজি মহারাজ।

শ্রী বিমান চন্দ্র নাথ এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই গর্বিত বোধ করেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর কর্ণধার রূপক সাহা বলেন, "আমরা এমন এক প্রতিষ্ঠান যারা জুয়েলারি শোরুমের চার দেওয়ালের বাইরে সবসময় কিছু করার প্রয়াস করি। সমাজের যে কোনো প্রয়োজনে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি।"শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক কর্ণধার অর্পিতা সাহা বলেন "আমরা সর্বদা অসহায়, পরিত্যক্ত, আশ্রয়হীনজ্জ নারী ও শিশুদের উদ্ধারে সহায়তামূলক উদ্যোগের পাশে থাকার চেষ্টা করি। আনন্দে মন ভরে থাকা শিশুদের মুখে যে হাসি দেখা গেছে সেটাই বলে দিচ্ছে এই বছর আমাদের নতুন বছর উদযাপন তারা কতটা উপভোগ করেছে। আর সেখানেই আমরা খুজে পেয়েছি এই প্রয়াসের সার্থকতা।"শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের নববর্ষ উদযাপণের শেষ পর্বে ছিলো রাতে ধর্মনগর ও আশে পাশের সব পথবাসীদের জন্য কম্বল ও শুকনো খাবার বিতরণ।এদিন এক আনন্দেভরা দিনের মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের এক নববর্ষ উদযাপন করা হয়।

রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সহ ৬ দফা দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভে সামিল ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি: রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সহ ৬ দফা দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছে ডিওয়াইএফআই। এদিন মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিন সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা, রাজ্যব্যাপী নেশার রমরমা বন্ধে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, টুয়েপের শ্রম দিবস বছরে ১৫০ দিন এবং ৬০০ টাকা মজুরি করা, অঞ্চল এলাকার সমস্ত কাঁচা রাস্তাগুলিকে সি.সি রোড করা, আলো বিহীন সমস্ত বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আলোর ব্যবস্থা করা হোক।

এদিকে, তিন দফা দাবির ভিত্তিতে সোমবার ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ- র যুব পদযাত্রাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা গেছে খোয়াইয়ে। বেকার যুবদের কাজ, কর্মসংস্থান, গণতন্ত্র পুণরুদ্ধার ও আইনের শাসন পুণঃপ্রতিষ্ঠা ও নেশার বিরুদ্ধে বৃহত্তর যুব সমাজকে গর্জে উঠার আহ্বান জানিয়ে সারা রাজ্য জুড়ে গত মাসাধিককাল ধরে চলছে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ - র ডাকে যুব পদযাত্রা। আর রাজ্যব্যাপী এই আন্দোলন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে সোমবার খোয়াই জেলা সদরেও এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বেলা বারোটায় জেলা শহরের কবিগুরু পার্কের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয় উদ্দীপ্ত পদযাত্রা। তার আগে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জাতি উপজাতির কয়েকশত যুবক যুবতী এসে জড়ো হয় রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে। জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবারুণ দেব বলেন, ত্রিদলীয় জোট সরকারের সুশাসনের জমানায় শুধু যুবরা নয়। আক্রান্ত সব দলমতের, সব পেশার মানুষ। নারী পুরুষ সবাই আক্রান্ত।গরীব মানুষের জীবন জীবিকা আক্রান্ত। শারীরিকভাবেও আক্রমণের শিকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।এখন শাসকদলের লোকেরাই শাসকদলের পোষা মস্তান বাহিনীর হাতে আক্রান্ত।দুর্নীতি সর্বস্তরে।নেশার রমরমা।এর থেকে তোল্লা তুলে শাসকদলের নেতাদের একাংশ।কর্মসংস্থান নেই।পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান খুলছে।বিরোধীদলীয় লোকজন আক্রান্ত।এর বিরুদ্ধে দলমতের পার্থক্য ভুলে সোচ্চার হোন।ভবিষ্যতের প্রজন্মকে বাঁচান।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।